গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলী ৭

রসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিকৃত-তত্ত্ব

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বঙ্গাব্দ ১৩৪০
৮ই আষাঢ় তারিখে

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের

অনুকম্পিত

"গৌড়ীয়"-সম্পাদক

মহামহোপদেশক

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম

দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌরাব্দ ৪৪৮

ভিক্ষা ।০ মাত্র

Shri K... Mathura (U.P)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২৪৩।২ আপার সারকুলার রোড্
কলিকাতা গৌড় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উপোদ্ঘাত

সম্ভোগ ও বিরহ খণ্ডকালধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখের কারণ হয়। অখণ্ডকালে সম্ভোগ ও বিরহ যুগপৎ অবস্থিত। অখণ্ডকালে সুখাবসান-ধর্ম্ম অথবা সুখের হ্রাস না থাকায় তাহার বিপরীত সুখাতিরিক্ত ধর্ম্ম নাই। যে বিপ্রলম্ভের অনুভূতির কথা অখণ্ডকালের ভূমিকায় দৃষ্ট হয়, উহা সম্ভোগের উৎকর্ষজ্ঞাপক। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ভাবদ্বয় ভেদ-জগতের তিক্তানুভূতিতে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আপাত-তিক্তানুভূতি অভীপ্সিত মধুর-রসের পোষক। ক্রমিক বা উত্তরোত্তর অপকর্ষের তারতম্য আনন্দবাধক বলিয়া তথায় ব্যাখ্যাত হইবার অবসর নাই।

বাস্তব-বস্তু বিষ্ণু অবাস্তব-বস্তু-প্রতীতিরূপা ছায়ার সহিত ভেদ স্থাপন করেন। বৈকুণ্ঠে এই ভেদই উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন করিতে যত্নবান্, আর কুণ্ঠধর্ম্ম অপকর্ষ আনয়ন করিয়া বৈকুণ্ঠের বিপরীত দিকে ধাবমান হয়।

অতাত্ত্বিক জনগণ আপনাদের অবৈষ্ণবতা বা জড় ভোগ্য দ্রব্য মাপিবার ধারণায় খণ্ড-বিচারে বিপদ্‌গ্রস্ত হন। তাঁহাদের ভোগ্যদ্রব্য মাপিয়া লইবার বৃত্তির উন্মেষণ-হেতু উহা আরাধনাবৃত্তির ব্যাঘাতকারক। যে-স্থলে ভক্তি নাই,

তথায়ই বাস্তব-বস্তুর অনুভূতির অভাবে অবাস্তব-বস্তুর ধারণা প্রবলা হওয়ায় পরিমিতির প্রবৃত্তি-রূপা বিস্মৃতি প্রীতির অভাব আনয়ন করে।

পূর্ণের মাপিয়া লইবার শক্তি অপরিমেয়া আর অপূর্ণের পরিমিতি দূষণীয়া ও অনাদরণীয়া। মাপিয়া লইবার অবাস্তব-বস্তুর প্রতীতি বৈকুণ্ঠ-বৈশিষ্ট্যে বৈকুণ্ঠের বাস্তব-সত্যের আরাধনা হইতে পৃথক্। শ্রীমদ্ভাগবতে পরমমুক্ত ভক্তগণের বিচারে শ্রীরাধিকা-শক্তিই চিচ্ছক্তি ও হ্লাদিনী-সার-সমবেতা বলিয়া কথিতা হন। আর রাধা-সেবা-বর্জ্জিত ভক্তিবিস্মৃত অনুভূতির প্রভাবে জীব ভোগ্য বস্তু মাপিয়া লইতে থাকেন। তজ্জন্যই "অনয়া মীয়তে" বৃত্তিটি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিতেই প্রযুক্তা এবং অন্তরঙ্গা-শক্তিতে উহার নিত্য বিপরীত অধিষ্ঠান বর্ত্তমান। "অনয়ারাধিতো ভগবান্" —এই শ্লোকোদ্দিষ্ট বিচারে বস্তুজ্ঞানে যে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের বিচার লক্ষিত হয়, উহা অবাস্তব খণ্ডপ্রতীতিতেই খণ্ডকালের মধ্যে ছায়াশক্তিসমন্বিত বদ্ধজীবের জ্ঞানে পাওয়া যায় না।

মুক্ত পুরুষগণ তাঁহাদের অগ্রণীকেই ভগবৎসেবায় সর্ব্বতোভাবে সমর্থ বলিয়া বিচার করেন। আর বদ্ধভূমিকায় অহঙ্কারপ্রণোদিত হইয়া জড়ের প্রভু হইবার বাসনায় মাপিয়া লইতে গিয়া জীব কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপা অভক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক ত্রিবিধ তাপে জর্জ্জরিত হন। যে স্থলে মুক্তপুরুষের সম্বিৎ-

শক্তি হ্লাদিনীর সেবায় নিযুক্তা, তথায় ত্রিগুণের আক্রমণের পরিবর্ত্তে সচ্চিদনুভূতি বর্ত্তমান—তথায় খণ্ডকালের ক্রিয়া বলবতী নহে। তথায় আনন্দকে বাধা দিবার জন্য হ্লাদিনী-শক্তির বিরোধিনী পরিমাপিকা-গুণ প্রসবিনী শক্তি ক্রিয়াবতী নহে। তজ্জন্যই এই বক্তৃতার লেখক মাপিয়া লইবার বৃত্তিতে আবদ্ধ মায়াবদ্ধ জীববৎ জড়ভোক্তা নহেন বলিয়া জড়ের প্রভু হইবার জন্য সচেষ্ট জনগণের বিচার পোষণ করিতে পারেন নাই। "অনয়া মীয়তে"-বৃত্তির সেবা করিতে গিয়া কেহ যেন "অনয়ারাধিতো" শ্লোকোদ্দিষ্ট বৃত্তি হ্লাদিনীর পরিচয়ে বিমুখ না হন,—ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা।

শ্রীরাধাষ্টমী তিথি,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৩০শে ভাদ্র, ১৩৪১ সাল

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'বিরহ'-তত্ত্ব*

পূর্ব্বভাষ

ভারত ও ভারতের বাহিরে শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামে বিরহ-তিথির সেবা

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোতের পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিবর গৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথির সহিত সম্মিলিত হইয়া আজ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের যে আর্ত্তি-অঞ্জলি আকর্ষণ করিতেছেন এবং প্রতি বৎসর এই সুমেধো তিথি বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়া বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে যে বিরহ-আরতির প্রদীপ জ্বালিয়া দিতেছেন, সেই স্মৃতি লইয়াই আজ ভারতের বিভিন্ন শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামে—শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও—বিরহ-বিধুর ভক্তগণের কণ্ঠে 'জয় জয়' কলরব উঠিয়াছে।

---

* নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে (৮ই আষাঢ়, ১৩৪০ বৃহস্পতিবার) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রী'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা।

বিপ্রলম্ভ-পরিপোষ্টা ভাগবতের ও বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহ-স্মৃতি

ভক্ত ও ভগবান্ অবিচ্ছিন্নভাবে একসূত্রে গ্রথিত। এদিকে যেমন ভাগবত-বিরহের স্মৃতি বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সেবার উদ্দীপনা করিয়াছে, আবার তৎসঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের বিরহ-স্মৃতির আগমনীও

"নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ॥"

—শ্রীরূপানুগবরের এই গীতির মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শুনা যায়, গৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরসুন্দর হেরা-পঞ্চমী-তিথিতে নীলাচলনাথের শ্রীঅঙ্গে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চমী তিথিও আসিতেছে। আবার কোন কোন বিচারে শ্রীগৌরসুন্দর নিজশক্তি শ্রীগদাধরের সেবিত শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে আত্মসংগোপন করিয়াছিলেন; সেই পণ্ডিত গোস্বামীর বিরহ-তিথিও আজ গৌর-জনবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথির সহিত সখীত্ব স্থাপন করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবের হৃদয়ে ভক্তিস্রোতঃ আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাই দুর্ব্বলের বল ; মূকের বাক্‌শক্তি

তাই এই পুণ্যতম অবসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-কণা মস্তকের বিভূষণ ও একমাত্র সম্বল করিয়া বৈষ্ণবগণের আদেশে "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমাদের একটি প্রয়াস হইয়াছে।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

প্রথম সম্পুট

'সাহিত্য'-শব্দের বিচার

বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতা, উভয়ই সাহিত্যময়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'শ্রীহরিনামামৃত' ব্যাকরণের টীকাকার 'সাহিত্যে'র একটি সুন্দর অর্থ প্রদান করিয়াছেন; তিনি বলেন,—'সহিতা' অর্থে ভগবদ্ভক্তি। সেই 'সহিতা' হইতে 'সাহিত্য'-শব্দ নিষ্পন্ন। সাহিত্যের বিপরীত কথা 'রাহিত্য'। একশ্রেণীর ব্যক্তি জগতের সকল বস্তুর প্রতি—সকল শোভা-সম্পদ্‌বিচিত্রতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'নেতি নেতি' করিয়া এমন একটি ভাবমাত্রের অনুসন্ধান করেন, যাহা সবই রাহিত্যময় বা নির্ব্বিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শ্রুতির মন্ত্র গান করিয়া বলেন,—যদি রাহিত্যই শেষ পরিণাম হয়, তাহা হইলে এইসকল সাহিত্য কেন ও কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি কিন্তু সমস্ত সাহিত্যের আকর-রূপে পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" (তৈত্তি ৩য়া বল্লী, ১ম অনু); "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (কঠ ৫।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেঃ উঃ ৬।১৪)।

পরিদৃশ্যমান সাহিত্যের আকর কোথায় ?

এই জগতে যে পরিদৃশ্যমান আকাশ, বাতাস, সাগর, পর্ব্বত, বন, উপবনাদি প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বিভিন্ন প্রাণিজগৎ —প্রাণিজগতের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ সম্বন্ধ—এই সকল বিচিত্রতার আকর কোথায় ? এই সকল বিচিত্রতা কি কেবল নশ্বরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা প্রভৃতি অসুবিধার জন্যই সংরক্ষিত (reserved) থাকিয়া চরমে নির্ব্বাণ (?) লাভ করিবে ? পরমেশ্বরের এই প্রকৃতি কি কোন পরম অবিকৃত আকরের উদ্দীপনা জাগাইয়া দিবে না ?

সাহিত্যের আকর কি প্রকারে 'রাহিত্য' হইতে পারে ?

বৈষ্ণবগণের—নির্ম্মল নিখিল চেতনের হৃদয়ে জগতের এই বিচিত্রতা, জগতের এই সাহিত্য অবিকৃত অদ্বিতীয় আকর-সাহিত্যের বিরহের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। জগতের ("গচ্ছতি ইতি জগৎ")—পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সাহিত্য বিশ্বাসঘাতক ও নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার শিক্ষক বলিয়া ইহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে, সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যকে—বিচিত্রতাকে একেবারে অস্বীকার করা, জগতের সাহিত্যের কৃতঘ্নতা-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সাহিত্যকে একেবারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা বা তাহাকে রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ 'অবাস্তব' বলা এবং

তৎসঙ্গে প্রতিবিম্বিত সাহিত্যের অবিকৃত নিত্য মূল বিম্বকে নিষেধ করা, আর যে দেশ আমাদের তৃতীয় মানের বুদ্ধির মধ্যে—ধারণার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে না, সেই দেশের কথা কেবল অনুমান-বলে—জড়-সাহিত্য-নিরাসপর পারমার্থিক প্রাথমিকপাঠ শ্রুতির একদেশিবাক্য-বিচার-বলে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া স্থাপন করা কিরূপ বুদ্ধির আদর্শ ?

'রাহিত্য' শেষ পরিণতি নহে কেন ?

'রাহিত্য' নিশ্চয়ই শেষ সীমা হইতে পারে না। জড়-সাহিত্যের ক্ষণভঙ্গুরতা-প্রদর্শনের জন্য রাহিত্যের একটা নৈমিত্তিক উপদেশ কিছু সময়ের জন্য আগমন করিয়া উহা অতীন্দ্রিয় কালের, অতীন্দ্রিয় স্থানের ও অতীন্দ্রিয় পাত্রের নিত্য-সাহিত্যের কথা নির্দ্দেশ করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যই চরম কথা—অবশ্য, সে সাহিত্য এ জগতের সাহিত্য নয়। জগতের সাহিত্যের রাহিত্য হইলে—বিরজায় জগতের সাহিত্যের রজোগুলি বিধৌত হইলে যে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ভাবের উদয় হয়, তাহার গতি সেখানে স্তব্ধ না হইলেই "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" অর্থাৎ আকর-সাহিত্যের রাজ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

জাগতিক সাহিত্য অপ্রাকৃত-সাহিত্যের প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনী

সাহিত্যই যদি চরম না হইত, তাহা হইলে এ জগতের সাহিত্যের প্রদর্শনী সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইত।

পরমেশ্বরের অপরা শক্তি এই বিশ্বে যে সাহিত্যের প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহার মহান্ উদ্দেশ্য কেবল স্বপ্ন-প্রচার নহে—সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রাহিত্যে পরিণত করা নহে; তাহার চরম উদ্দেশ্য—এইসকল সাহিত্যের অদ্বিতীয় অবিকৃত আকরগুলির অনুসন্ধানের জন্য ব্যতিরেকভাবে প্রেরণা প্রদান করা। চিত্রকর যেরূপ আলোকচিত্র বা ছায়াচিত্রের প্রদর্শনী খুলিয়া যাঁহার আলোক বা ছায়া, তাঁহারই অস্তিত্বের প্রমাণ ও কৌতূহলের জাগরণ করে, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকৃতিও সেই অদ্বিতীয়, অবিকৃত, পরম উপাদেয়, নিত্য, সনাতন আকর-সাহিত্য বা বিম্বের কথা ব্যতিরেকভাবে জানাইয়া দিতেছে। সুতরাং আমরা এ জগতের সাহিত্যকে "অপ্রাকৃত সাহিত্যের প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনী" বলিতে পারি।

জগতে অপ্রাকৃত বিম্বের বিরহ

জগতে বিম্বের বিরহ বা অদর্শন। এই বিরহকে প্রতিবিম্ব অধিকতর প্রবল করিয়া দিতেছে। এসকল নশ্বর প্রতিবিম্বের 'নিত্যতা', 'উপাদেয়তা' নাই দেখিয়া বৈষ্ণবগণ একদিকে যেমন ইহাদের দ্বারা লুব্ধ হন না, অপরদিকে তেমনই "ইহাদের নশ্বর ছবিই বাস্তবতা বা তদ্‌বিপরীত স্বপ্ন এবং তৎপরই রাহিত্য বা শূন্য,"—প্রতিবিম্বিত-সাহিত্যের এই বঞ্চনা-বিদ্যায়ও মুগ্ধ হন না। তাঁহারা নিত্য অবিকৃত বিম্বের বিরহে উদ্দীপ্ত হইয়া বিম্বের জন্য অধিকতর লালসান্বিত হন।

দ্বিতীয় সম্পুট

বৈষ্ণব-সাহিত্যের চরম কথা

বৈষ্ণব-সাহিত্যের চরম কথা—বিরহ। বৈষ্ণবের জীবন—বিরহেরই সাহিত্য। এই প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনীর বিরহ কেহই ক্রয় করিতে চাহেন না; কেন না, তাহাতে অভাব, ক্লেশ, সন্তাপ ও ব্যবধান প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিরহের মূল পার্থক্য কোথায় ?

এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,—এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বিরহ তাহা নহে।

বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠার সান্দ্রমূর্ত্তি

সেখানে বিরহ—সেবার প্রগাঢ়তা; বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠা; বিরহ—পূর্ণতম-সেবার সান্দ্রমূর্ত্তি; বিরহ—সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিরহের ন্যায় প্রগতিশালী দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিরহই ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

আকর্ষক-শিরোমণি কে ?

এজন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের অপ্রাকৃত বিরহের একমাত্র নায়ক—আকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ,—

"পুরুষ, যোষিৎ, কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য অষ্টম পঃ)

"শ্রীগোপালচম্পূ"তে 'কৃষ্ণ'-শব্দের তাৎপর্য্য

তাই 'কৃষ্ণ'-শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীগোপালচম্পূতে বলিয়াছেন—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

ইতি প্রমাণজ্ঞাতচরঃ কৃষ্ণশব্দস্তত্র যোগপুরস্কৃতরূঢ়িতয়া তৎপরঃ। ভূরিতি—ভাবক্রিবস্তুতাকরঃ, সচায়ং ভাব-শব্দবদ্ ধাত্বর্থমাত্রতাধরঃ। ধাত্বর্থশ্চাত্রাকর্ষণং, তদেব-স্ফুটমাপ্ত-মনসামাকর্ষণং, ততশ্চ ভিন্নপদার্থতয়াবগতয়োর্দয়িতয়োরিব তয়োরৈক্যং যোগ এবেতি তদ্‌যুক্ত আনন্দঃ সর্ব্বাকর্ষকানন্দ ইত্যর্থঃ।

'কৃষ্ণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, 'কৃষি' বা 'কৃষ্' ধাতু 'ভূ' বাচক, 'ণ' প্রত্যয় আনন্দবাচক,—এই উভয়ের

ঐক্যই পরব্রহ্ম। এইজন্যই তিনি 'কৃষ্ণ'—এই শব্দে কথিত হন। এইরূপ প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বে 'কৃষ্ণ' শব্দ জানা গিয়াছে। কিন্তু এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দ যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ নন্দনন্দনবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'কৃষি'-শব্দ 'ভূ'-বাচক; এস্থানে 'ভূ' পদটি 'ভূ' ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অতএব "ভূ"-শব্দ ভাব-শব্দের ন্যায় কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ধাতুর অর্থ এস্থানে কেবল **আকর্ষণ**। ঐ আকর্ষণ-শব্দ প্রকাশ্যভাবে আপ্তব্যক্তিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। দয়িতা ও দয়িত যেরূপ ভিন্ন পদার্থরূপে অবগত হয়, সেরূপ আকর্ষণ এবং আনন্দ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত। এই উভয়ের ঐক্য বা যোগ ঘটিয়া থাকে। ঐ ঐক্যযুক্ত আনন্দই সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ।

কে নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ?

বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। যিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যাঁহা হইতে বৃহৎ বা যাঁহার সমান ও বৃহৎ আর কোন বস্তুই নাই, একমাত্র তিনিই নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করেন। তিনি পূর্ণ চেতন।

চেতনে চেতনে আকর্ষণ—প্রেম

সুতরাং যেখানে চেতনতা যবনিকামুক্ত, সেখানে তাঁহার আকর্ষণ; সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে আকর্ষণই—'প্রেম', আর জড়ে জড়ে আকর্ষণ—'কাম'।

আকৃষ্টের অগ্রণী কে ?

চেতনের মধ্যে যত কিছু সর্ব্বাকর্ষক-কৃষ্ণে আকৃষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতমরূপে অধিক আকৃষ্টের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাভিন্ন শ্রীমতী রাধারাণী। সেখানে সর্ব্বাঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াও তিনি অদ্বিতীয় আকর্ষককে আকর্ষণী বিদ্যায় এরূপ আকর্ষণ করিতেছেন যে, পরম আকর্ষকের আকর্ষণও সেখানে পরাভূত হইয়াছে। আকৃষ্টের এই সর্ব্বাঙ্গীন আকর্ষণের প্রগতি সেখানে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর, প্রগাঢ়তর হইতে প্রগাঢ়তম। এ জগতের ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ়তম হইতেও যদি প্রগাঢ়তমতর বলিয়া কোন পদ রচনা করা যায়, আবার 'তরপ্' ও 'তমপ্' প্রত্যয়কে এইরূপ অফুরন্ত-ভাবে বর্দ্ধিত করা যায়, তখন যে আকর্ষণী বিদ্যার দিগ্‌দর্শন মাত্র হয়, তাহাই 'বিরহে'র সামান্য বাস্তব পরিচয়।

মহাভাব-চিন্তামণি স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা

শ্রীবার্ষভানবী এই কৃষ্ণ-বিরহের রূপ ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য—কৃষ্ণানন্দ-বর্দ্ধনের জন্য—কৃষ্ণ-কামানলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্ধনরূপে আত্মপ্রকাশের জন্য অনন্তকোটি ব্যূহ বিস্তার করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

"প্রেমের স্বরূপ-দেহ—প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁ'র কায়ব্যূহ-রূপ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য অষ্টম পঃ)

সম্ভোগমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বিরহমূর্ত্তি শ্রীগৌররূপে অবতার

এই মহাভাবস্বরূপিণী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমতী বার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং প্রেমের নায়ক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং সম্ভোগ-মূর্ত্তি সম্ভোগ অপেক্ষা বিরহ-মাধুরীর অধিকতর চমৎকারিতা ও পুষ্টিকারিণী শক্তির সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য বিরহের বিগ্রহ-রূপে জগতে আসিয়াছিলেন। সম্ভোগ এই একবার-মাত্র বিরহের রূপ ধারণ করিয়া বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্যগগনে উদিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রই বিরহ-সাহিত্যের বেদ

সুতরাং "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রই তাহার অদ্বিতীয় সাহিত্যাগার, স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-চরিত্রই "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র 'বেদ'। আর শ্রীচৈতন্য হইতে অবিচ্ছিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের জীবনও "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র অকৃত্রিম 'ভাষ্য'।

অপ্রাকৃত-তত্ত্বের রূপ বাস্তব—তাহার সাক্ষ্য শ্রীচৈতন্য-চরিত্র

"বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব" কথাটিকে আমরা 'থিওরি'

(Theory) বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিব না ; কারণ, তাহা 'রূপ' ধরিয়া পরম বাস্তবতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তত্ত্ব আর 'ভাব'-মাত্র নাই, তত্ত্ব স্বয়ং বস্তুরূপে অপ্রাকৃত-বস্তু ও তত্ত্বের অভিন্নতা-প্রদর্শনের জন্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাই আমরা "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্বে"র কথা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সাক্ষাৎ জলন্ত জীবনের মধ্য দিয়া আলোচনা করিব।

তৃতীয় সম্পুট

উজ্জ্বল রসের বিভাগদ্বয়

আলঙ্কারিকগণ উজ্জ্বল রসের দুইটি বিভাগের কথা বলিয়াছেন। একটি—সম্ভোগ, আর একটি—বিপ্রলম্ভ বা বিরহ। বিরহ-ব্যতীত সম্ভোগের সমৃদ্ধি হয় না। ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। ব্রজনাগরীগণ সেই

বিরহ সম্ভোগের সমৃদ্ধিকারক

সম্ভোগরসের আশ্রয়; কিন্তু তাঁহাদের এই সম্ভোগকে অধিকতর সুস্বাদু করিবার জন্য যোগমায়া বিরহ-বিদ্যা বিস্তার করিয়া থাকেন।

যোগমায়া-দ্বারা অপ্রাকৃত বিরহ-বিদ্যার বিস্তার-প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগের মধ্যেও বিরহানুভূতি

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল চেতনের পরমেশ্বর ও একমাত্র পতি, তিনি গোপীগণেরও নিত্য বল্লভ, গোপীগণের সহিত তাঁহার সম্ভোগ অবিচ্ছিন্ন, তথাপি অভিমন্যু, ভৈরব প্রভৃতি গোপগণকে গোপীগণের পতিরূপে কল্পনা করিয়া সম্ভোগের মধ্যে যে বিরহের অবকাশ যোগমায়া-দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণ-সম্ভোগে ব্যবধানের যবনিকাপাত হয় না, পরন্তু সম্ভোগ আরও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়।

বিরহমাধুরী আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের গৌরাবতার

গোপীগণের এই স্বতঃসিদ্ধ বিরহের সমস্ত বিচিত্রতা কৃষ্ণসেবা সমৃদ্ধ করিবার জন্য পূর্ণতমরূপে শ্রীমতীতে আছে; এজন্য শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবিরহের প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীমতীর বিরহ কি প্রকার, সেই বিরহ কি প্রকারে কৃষ্ণ-সম্ভোগকে সমৃদ্ধ করে, সেই বিরহ আস্বাদন করিয়া শ্রীমতীর কিরূপ অনুভব হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই সম্ভোগ-বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণ বিরহমূর্ত্তি-শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা—দিব্য-বিরহোন্মাদ মাত্র

শ্রীগৌরসুন্দর যে সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে, সুবুদ্ধিমন্তগণের হৃদয়ে তাহা বিরহ-লীলা বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলায় যাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহা লইয়া নানা-বিধ কুতর্ক করিতে থাকুন, কেহ তাঁহাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কেহ বা তাঁহাকে দশনামী সন্ন্যাসিদলের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুক্তি দেখাইতে থাকুন; কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয় নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—

* * *

সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়)

* * *

পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥
সেই বেষ কৈলুঁ এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়)

চতুর্থ সম্পুট

বিরহরসময়ী ভক্তির কল্পবৃক্ষ ও শাখা-প্রশাখা

বিরহরসময়ী মধুরা ভক্তির বীজ এ জগতে পুনরায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ আবিষ্কার করেন। এজন্যই মহাজনগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রকে বিপ্রলম্ভময় শৃঙ্গাররসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরীকে তাঁহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার মূল স্কন্ধ এবং প্রভুর অনুগত ভক্তগণকে তাঁহার শাখা-প্রশাখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁহার এই শ্লোকটিতে অপ্রাকৃত বিরহের বীজ সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

—এই শ্লোকটি শ্রীরাধারাণীর উক্তি। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—এই শ্লোকটির আস্বাদন একমাত্র শ্রীরাধাঠাকুরাণী, সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ইঁহার আস্বাদন জানেন; এতদ্ব্যতীত আর চতুর্থ ব্যক্তি এই শ্লোকের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

বিরহ-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী

বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—ওহে দীনদয়াদ্র ! তুমি নাকি দীনজনের প্রতি অতীব দয়ালু ; 'দীন' বলিতে এখানে জাগতিক দ্রবিণ বা অর্থ-হীনকে বুঝায় না।

জগতের দরিদ্র ও ধনী উভয়েই সম্ভোগ-পিপাসু

কারণ, জগতের দরিদ্র বা ধনী, উভয়েই সম্ভোগবাদী, তাঁহারা দাতার নিকট হইতে আত্মসুখের জন্য কিছু না কিছু চাহেন। অর্থ থাকিলেও ধনী আত্মসম্ভোগের জন্য আরও অধিকতর অর্থের জন্য লালায়িত হন ; আর, দরিদ্রও "কোথায় অর্থ, কোথায় অর্থ" বলিয়া সম্ভোগাভাবের কষাঘাতের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরে। এখানে ধনী ও দরিদ্র, উভয়েই সম্ভোগের মৃগতৃষ্ণিকার মায়ামৃগ।

অপ্রাকৃত বিরহমূলক 'দৈন্য'-বিচার

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যে "দীন" এর কথা বা 'দৈন্যে'র কথা বলিয়াছেন, তাহা ঐপ্রকার 'দরিদ্র' বা 'দারিদ্র্য' নহে। কৃষ্ণবিরহী আপনাকে 'দীন' মনে করেন। তাঁহার দৈন্য কৃষ্ণ বিরহকাতরতা, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছু ধন নাই। এই বিরহ-দৈন্যে বিভূষিত হইয়া বিরহিগণ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ক্রন্দন করেন।

'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থে—বিরহ-বিভাবিত হৃদয়

এই কথাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচ'

শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি নিজ-বিরহ-লীলায় ক্রন্দন করিয়া জানাইয়াছেন,—

'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেম-ধন।

কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্যাপরতাই 'প্রেম'; তদ্‌বিরহিত জীবন দারিদ্র্যময় ও ব্যর্থ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন, —হে কৃষ্ণ! আমাকে তোমার 'দাস' করিয়া তাহার বেতন-স্বরূপ প্রেমধন প্রদান কর।

অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের তুলনায় মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

লৌকিক ও প্রচলিত-মতানুযায়ী বিভিন্ন পারলৌকিক জীবনে প্রভু-দাস-সম্বন্ধের মধ্যে নানা আকারে যে বেতন-আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা 'প্রেম' নহে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত জৈবধর্ম্মের সহিত অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের পার্থক্য। সুবুদ্ধি মনীষিগণ এই কথাটি ভাল করিয়া অনুধাবন করুন। যদিও এই কথা আপাত-বিপ্লবী বা প্রচলিত ধারণায় "সাম্প্রদায়িক" বলিয়া মনে হয়, তথাপি সে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষভাবে শ্রবণের অভাবই অপরাধী। জগতে যতপ্রকার লৌকিক বা পারলৌকিক ধর্ম্ম আছে, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কোন না কোন প্রকারে নিজ-নিজ সুখ বা সম্ভোগের অনুসন্ধান করে। এক

শ্রেণীর ব্যক্তি ধর্ম্মলাভের জন্য দান, ধ্যান, উপবাস, ব্রত, তপস্যাদি অনুষ্ঠান করেন।

প্রাকৃত দাতা বা ত্যাগী—সম্ভোগবাদী মাত্র

'দান' অর্থে—ত্যাগ ; মনে করুন, যাঁহার একলক্ষ টাকা আছে, তিনি একশত টাকা দান করিলেন, তাহাতে তাঁহার একলক্ষ টাকা হইতে একশত টাকার বিয়োগ হইল। ঐ ব্যক্তি তাঁহার 'ভোগের জনক' লক্ষ মুদ্রা হইতে একশত মুদ্রার অনুযায়ী ভোগস্পৃহা যে আপাত-দৃষ্টিতে ত্যাগ করিলেন, তাহার মূলে কি প্রবৃত্তি রহিয়াছে? তাঁহার আন্তরিক মনোভাব এই যে, যদি আমার শতমুদ্রার ভোগস্পৃহা আপাত কমাইয়াও পরিণামে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণে অধিক ও উন্নত ভোগের পাথেয়-স্বরূপ পুণ্য বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তবে আপাত কিছু ত্যাগের অভিনয়ে ক্ষতি কি?

কর্ম্মীর কৃচ্ছ্রতা ভাবী সম্ভোগের মাশুল-মাত্র

বস্তুতঃ এই ত্যাগ দান, ব্রত, কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি যে আকারেই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। তাহা ভবিষ্যতের অধিকতর সম্ভোগময় জীবনের জীবন-বীমার প্রিমিয়াম প্রদান-মাত্র।

নির্ভেদ জ্ঞানী অধিক চতুর হইলেও সম্ভোগবাদী

স্বর্গাদি সম্ভোগের আয়ু মর্ত্তের তুলনায় যতই অধিক হউক না কেন, তথাপি অনন্তকালের তুলনায় তাহা অত্যন্ত পরিমিত ও সসীম জানিয়া আর এক শ্রেণীর অধিকতর

চতুর ব্যক্তি স্বর্গাদি ভোগকে উপেক্ষা করিয়াও মুক্তিলাভের জন্য নানা প্রকার ধর্ম্ম ও তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অচিন্মাত্রবাদী—প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী

কেহ বা এ জগতে চেতনতা বা সহানুভূতিই নানা দুঃখের কারণ বুঝিয়া অচেতন বস্তুর ন্যায় অনুভূতি-রহিত হইবার জন্য তপস্যা করেন, তাহাকেই 'ধর্ম্ম' মনে করেন এবং ঐরূপ অনুভূতি-রহিত হইবার প্রয়োজন-লাভের জন্য তিতিক্ষা, অহিংসা ও বিবিধ-নীতির অনুশীলন করিয়া থাকেন।

চিন্মাত্রবাদী—প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করেন,—চেতনতাকে বিনাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে ; কিন্তু চেতনকে ক্রিয়া-রহিত (?) করিয়া জগতের সুখ-দুঃখের অনুভূতির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং সেইরূপ কেবল-চিন্ময় অবস্থাই—'আনন্দময় অবস্থা'। আপাত-দৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত অচিন্মাত্রানুভূতি বা শেষোক্ত চিন্মাত্রানুভূতি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও উহারা অন্তরে একজাতীয়। কেন না, উভয়েই সম্ভোগের অনুসন্ধিৎসু।

চিন্মাত্রবাদ ও অচিন্মাত্রবাদ উভয়েই অন্তরে একতাৎপর্য্যপর

চেতন কখনও বৃত্তিরহিত হইয়া অবস্থান করে না। অগ্নি যেরূপ দাহিকাশক্তি-ব্যতীত অগ্নিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না, সেরূপ চেতনও বৃত্তিরহিত হইয়া চেতনত্ব সংরক্ষণ

করিতে পারে না। বৃত্তিরহিত চেতন, দাহিকাশক্তিহীন অগ্নি, কাঠিন্য-ধর্ম্মহীন প্রস্তর—কথার কথা-মাত্র। সুতরাং চিন্মাত্রবাদ ও অচিন্মাত্রবাদ উভয়েই অন্তরে একতাৎপর্য্য-পর।* উহাদের তাৎপর্য্যপরতা যাহাই হউক না কেন, উহারা উভয়েই আত্মসম্ভোগবাদী। তাহাদের নীতি, শম-দমাদি-অভ্যাস, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, নানাবিধ তপস্যা ও সাধনার প্রতিদান, মূল্য বা বেতনরূপে তাহারা ইহজগতে ত্রিতাপ-রূপ সম্ভোগাভাব হইতে মুক্তির জন্য পিপাসিত, তাহারা নিজের তহবিলে কিছু না কিছু চাহিবেই চাহিবে।

কর্ম্মিগণের কপটতা সাধারণের গ্রাহ্য; কিন্তু নির্ভেদ জ্ঞানীর কপটতা সাধারণের দুরধিগম্য

অজ্ঞান স্বর্গ-কামীর সম্ভোগের প্রার্থনা সাধারণের বোধ-গম্য ও উহার আয়ু অল্প; কিন্তু শেষোক্ত 'জ্ঞানী'-অভিমানী ব্যক্তিগণের সম্ভোগের লালসা সাধারণের নিকট নানাপ্রকার তপস্যাদির প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন ও তাহার পরমায়ু অসীম বলিয়া কল্পিত—এই মাত্র ভেদ

জগতের যাবতীয় নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-মত কোনও না কোন সম্ভোগের পিপাসা হইতে উত্থিত

জগতে যত প্রকার লৌকিক ও পারলৌকিক ধর্ম্ম সৃষ্ট

---

* এই জন্যই মায়াবাদিগণ স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন—

"সৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং, ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং (?) চ সৎ"

—সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত ৯৮।

হইয়াছে, তাহারা সকলেই উভয় প্রকার আত্ম-সম্ভোগের শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন আকারে আশ্রয় গ্রহণ করিবেই

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় আত্মসম্ভোগেরগন্ধ নাই

করিবে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শান্তদাস, দাস-দাস, সখা-দাস, বৎসল-দাস ও মধুর-দাস-পদবীর নিত্যসিদ্ধ চেতন-বৃত্তির বেতন-রূপে প্রেমধনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আত্ম-সম্ভোগবাদের কোন প্রকার গন্ধ-লেশ নাই। তাহাতে প্রেমাস্পদের সম্ভোগসেবা পূর্ণ-মাত্রায় করিয়াও 'কিছুই করিতে পারিলাম না',—এইরূপ নবনবায়মান প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর সেবাকাঙ্ক্ষার আত্যন্তিক আর্ত্তি সর্ব্বদা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মহাপ্রভুর "দীন" শব্দের অর্থ

তাই মহাপ্রভু "দীন" শব্দে প্রেমধনহীন 'দরিদ্র জীবন'কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'দীন' শব্দে—বিরহ-কাতর; প্রেমের এমনই স্বভাব যে, পূর্ণতমরূপে সেবা করিয়াও তাহা পূর্ণ-তমতর সেবার জন্য চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করায়।

প্রেমের স্বভাব কি?

প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে—"কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥"

(চৈঃ চঃ অ ২০।২৮)

বিরহ-বিধুরগণের কামনা কি?

এই দীনাভিমানী বিরহ-কাতর জনগণ কি আকাঙ্ক্ষা

করেন? বিরহিণী প্রণয়িনী যেরূপ প্রণয়াস্পদের বিরহে কাতরা হইয়া সর্ব্বদা তাহার কথাই শ্রবণ করিতে, কীর্ত্তন করিতে ও আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ভগবদ্ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতেই রত থাকেন; তাই কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীগণ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতা কাহারা?

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ! যে সকল লোক এ পৃথিবীতে বিরহ-তাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ অপ্রাকৃত রসিকগণের আরাধিত বিরহ-জ্বর-দুঃখ-বিনাশক, বিরহ-তাপিতগণের কর্ণরসায়ন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিস্তার করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মহাবদান্য। হরিকথামৃত-বিতরণকারীর মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর কোথায়ও নাই।

অন্যান্য যাবতীয় দাতাই ন্যূনাধিক আত্মসম্ভোগবাদী

জগতে অন্যান্য দাতৃগণের দানের আয়ু অতীব অল্প এবং সেই সকল দান আপাততঃ শোভন ও সুগন্ধযুক্ত হইলেও পরিণামে মন্দপ্রসবকারী। যাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণ-বিরহে উদ্দীপ্ত হয় নাই, তাঁহারাই একমাত্র হরিকথা-ব্যতীত

আত্মসম্ভোগের জন্য মর্ত্ত্য জগতের অন্যান্য মর্ত্ত্যদানের দাতা ও গ্রহীতা হইয়া থাকেন।

জাগতিক তথাকথিত পরার্থিতার পরমায়ুঃ ও অভিসন্ধি

ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অর্থহীনকে অর্থদান, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী-রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তু-দান, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান প্রভৃতি সামাজিক ও নৈতিক দানের পরমায়ু ও সার্থকতা এত অল্প যে, ঘড়ি ধরিয়া দেখিলে তাহা ফুরাইয়া যায়। আর ঐ সকল দানের মূলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ন্যূনাধিক আত্মসম্ভোগের অনুসন্ধান ও অভিসন্ধি অন্তরে লুক্কায়িত থাকে।

পঞ্চম সম্পুট

শ্রৌত সত্যকথা কীর্ত্তনের জন্য আবেদন

আমরা সুবুদ্ধি মনীষিগণের স্বাভাবিক ক্ষমাগুণের নিকট আবেদন জানাইয়া জাগতিক চিন্তা-ধারার বিপ্লবাত্মিকা একটি কথা বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে চাহি। যদি এ সকল কথা মানবজাতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ প্রাণীর সম্মুখে চিরকালই আপেক্ষিকতার যবনিকায় আবৃত থাকে, তাহা হইলে এই সকল কথার গ্রাহক আর কে হইবেন?

জাগতিক প্রয়োজনীয়তার মুখ্যতা-বিচার কেন উদিত হয়?

বর্ত্তমানে আমরা ব্যষ্টিগত দেহ-মনের সম্ভোগকে সমষ্টি-গত আন্দোলনে ব্যাপ্ত করিয়া কেহ বা সমাজ-সংস্কারক, কেহ বা দেশ-উদ্ধারক, কেহ বা জাগতিক অভ্যুদয়ের জননী শিল্প-বাণিজ্যাদি-শিক্ষার পথ-প্রদর্শক হইতেছি এবং গুরুর পদবী ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি। কাহারও কাহারও মতে,—আগে দেশোদ্ধার, পরে ধর্ম্ম-কর্ম্ম; কাহারও কাহারও মতে,—সর্ব্বাগ্রে যুবাধর্ম্ম পালন, পরে সময় থাকিলে গলিত-অঙ্গ পলিত-কেশে নাসাগ্রে চশমা পরিয়া "মহা-ভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে

পুণ্যবান্॥"—প্রভৃতি ছড়াপাঠই ধর্ম্ম-কর্ম্মের শেষ সীমা। নিরপেক্ষভাবে বলিতে সাহসী হইলে বলা যাইবে—এইরূপ বিচার-পরায়ণ জনগণের সমাজ-প্রেম (?), স্বদেশ-প্রেম (?) বিশ্বপ্রেম (?) প্রভৃতির ধারণা বা ধর্ম্মের ধারণা—সমস্তই আত্মসম্ভোগবাদের পিপাসা হইতে প্রসূত।

একটি দৃষ্টান্ত

মনে করুন, আমাকে যে-কোন ভাবেই হউক ট্রেণ ধরিয়া আগামী কল্যই কলিকাতায় পৌঁছিতে হইবে এবং সে-স্থানে তদ্দিবসই একটি বিশেষ মোকদ্দমার জন্য বিচারালয়ে 'হাজির' হইতে হইবে, নতুবা আমার বাড়ীঘর সব নীলাম হইয়া যাইবে। ট্রেণ ধরিবার কিছু পূর্ব্বে যদি দৈবক্রমে আমার গায়ের জামায় আগুন ধরিয়া যায়, তবে আমি কি করি? সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণ-রক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি, না 'ট্রেণ ফেল করিব' ভাবিয়া গায়ের আগুন নিবাইবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া যাই, বা অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করি? গায়ে আগুন লাগিলে যেমন সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষাই মুখ্য ও সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্ব-বিচারের অন্যান্য পরমপ্রয়োজনীয় ও সর্ব্বপ্রথম মুখ্যকার্য্যগুলি গৌণ

কাহার নিকট হরিসেবাই মুখ্য বা একমাত্র কৃত্য বলিয়া অনুভূত হয়?

হইয়া যায়, তদ্রূপ যাঁহাদের হৃদয়ে—যে-সকল চেতনের

নিত্যসিদ্ধ স্বভাবে কৃষ্ণসেবাবিরহের অগ্নি উদ্বেলিত হইয়াছে, সেই সকল চেতনের, বিরহের মহৌষধি-স্বরূপ হরিকথামৃত-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও পৃথিবীতে বিতরণই সর্ব্বপ্রথম, সর্ব্বমুখ্য ও একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে

হরিসেবকের অন্যান্য কৃত্য-অকরণ-জনিত প্রত্যবায় নাই

গিয়া অন্যান্য কার্য্যের প্রতি যে আপাত অমনোযোগ, যাহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা ঐরূপ ক্ষেত্রে কখনও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ ঐরূপ বিপদে পড়িয়া সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে যাওয়ায় নির্দ্দিষ্টকালে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে না পারিলেও ন্যায়-পরায়ণ বিচারক তজ্জন্য ঐ ব্যক্তিকে দণ্ডার্হ করেন না। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥ (চৈঃ চঃ ম ২২।১৩৫)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৭)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী "মথুরানাথ" বলিয়া ব্রজ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকে যে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতেও পুরীপাদের বিরহের আগ্নেয়গিরির উদ্বেলন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

ষষ্ঠ সম্পুট

বিরহের চারিপ্রকার বিচিত্রতা

বিরহ বা বিপ্রলম্ভ চারিটি বিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়, —(১) পূর্ব্বরাগ, (২) মান, (৩) প্রেমবৈচিত্ত্য এবং (৪) প্রবাস। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—প্রণয়ীদ্বয়ের অসমাগমনজন্য 'রতি' নামক ভাব যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা 'বিপ্রলম্ভ' বা 'বিরহ' নামে উক্ত হইয়া থাকে। যেরূপ রঞ্জিত বস্ত্রের পুনরায় রঞ্জন হইলে অতিশয় রাগ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বিপ্রলম্ভদ্বারাও সম্ভোগ পুষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরাগ—বিরহ

যে রতি মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক-নায়িকা উভয়ের বিভাবাদি-মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, তাহাই 'পূর্ব্বরাগ'—বিপ্রলম্ভ। এই পূর্ব্বরাগ নানাভাবে উৎপন্ন হইতে পারে—প্রেমাস্পদকে চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, অপরের মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ, গানে তাঁহার বিষয় শ্রবণ, সাক্ষাৎ দর্শন, মুরলী-ধ্বনি-শ্রবণ প্রভৃতি।

প্রাকৃত মান অত্যন্ত হেয় ও আত্মসম্ভোগ-পিপাসা-জাত

জগতে যে প্রাকৃত মানের উদাহরণ দেখা যায়, তাহা

আত্মসম্ভোগময় ও অত্যন্ত হেয়। কোন পত্নী তাহার পতির নিকট হইতে অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি কোনপ্রকার আত্ম-সম্ভোগের উপকরণ-লাভের জন্য মান করিয়া থাকে, তাহাতে নিজের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা বা অভিসন্ধি দেখা যায়, উহা অপস্বার্থপরতা-পরিপূর্ণ অত্যন্ত হেয় বণিগ্-বৃত্তি। কিন্তু অপ্রাকৃত মান কৃষ্ণকে অধিকতর সুখে সমৃদ্ধ

কৃষ্ণপ্রেমে সকল বিচিত্রতাই উপাদেয়

করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, কৃষ্ণপ্রেম এমনই জিনিষ যে, তাহার সকল বিচিত্রতাই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়। এমন কি, গোপীগণের নিজদেহের প্রতি প্রীতি, কৃষ্ণকে দর্শন করিবার লালসা, কৃষ্ণের প্রতি মান-সহকারে নানাপ্রকার কটূক্তি—সকলই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিবার জন্য।

গোপীর নিজ-দেহে প্রীতির তাৎপর্য্য

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥

* * * *

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন, তাঁ'র এই সম্ভোগ-কারণ॥

এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

গোপীগণ নিজেদের শরীরকে কৃষ্ণের ভোগ্য জানিয়াই তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন।

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শন সম্ভোগবাদীর চেষ্টার অনুরূপ নহে

সম্ভোগবাদীর ন্যায় "আমার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" অর্থাৎ "আমি তোমাকে (?) আমার চক্ষুর্দ্বারা ভোগ করিয়া আমার চক্ষুর কাম চরিতার্থ করি,"—এরূপ সম্ভোগবাদের বশবর্ত্তী হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনের জন্য লালসা প্রকাশ করেন না; কিন্তু "কৃষ্ণ আমাকে দর্শন করিয়া সুখী হইবেন, কৃষ্ণের তাহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে,"—এজন্যই তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন—কৃষ্ণের সুখ হইতেছে বলিয়াই তাঁহাদের আনন্দ।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কৃষ্ণদর্শন-লালসা (?)

ইহার মধ্যেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সম্ভোগবাদ বা যাহারা 'ভগবান্ দর্শন করিব'—এরূপ বিচারে ভক্তক্রব প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী, তাহাদের সহিত অপ্রাকৃত গোপীগণের আদর্শের পার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে। গোপীদিগের কৃষ্ণ-দর্শন-স্পৃহা আত্মসম্ভোগ-লালসা নহে; পরন্তু অধিকতর বিরহ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনার স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণকে

অধিকতর সুখ-প্রদানের জন্য অধিকতর কৃষ্ণসেবা করিবার জন্যই উৎকণ্ঠা।

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনে কৃষ্ণের সম্ভোগ-সমৃদ্ধি

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

নিজসেবানন্দ ও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ— কোন্‌টি কাম্য ?

যদি কৃষ্ণের দর্শন বা কৃষ্ণের সেবা করিয়া নিজের আনন্দ-প্রাপ্তিতে কৃষ্ণসুখের বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত নিরুপাধিক প্রেমিক ভক্ত সেরূপ আনন্দ বাঞ্ছা করেন না এবং সেরূপ নিজানন্দের লেশকেও সর্ব্বতো-ভাবে বর্জ্জন করেন।

প্রাকৃত-সাহজিকগণের চিত্তবৃত্তি

অনেকে 'প্রেমিক ভক্ত' বলিয়া খ্যাতি-লাভের উদ্দেশ্যে অপরকে বিগলিত-অশ্রুধারা প্রদর্শনের জন্য বড়ই লালায়িত হন। কেহ বা ভগবদ্‌দর্শনের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজের পুলকাঙ্গ (?) প্রভৃতি চিহ্ন-সমূহ বা নিজের দর্শন (?)-বৃত্তান্ত লোকে জানিতে পারুক, এরূপ আন্তরিক অভিসন্ধিযুক্ত থাকেন; কিন্তু ভক্তিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল আচার্য্য

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"ঐরূপ চিত্ত-বৃত্তি-সমূহ সম্ভোগবাদী প্রাকৃত সহজিয়ার।" প্রকৃত-বিরহী প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি তাহা নহে।

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

নিজ-সেবানন্দের প্রতি ভক্তের ক্রোধ-দৃষ্টান্ত

শ্রীল রূপপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কএকটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, (১) একসময়ে দারুক শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। সেই সেবা করিতে করিতে দারুকের, প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তা উপস্থিত হইল। তাহাতে নিজ-প্রেমানন্দ অনুভূত হইলেও তাহা কৃষ্ণসেবানন্দের বাধক বলিয়া দারুক ঐরূপ প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করিলেন না। (২) একসময়ে কৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী রাধিকার চক্ষু হইতে আনন্দে অশ্রু নির্গত হইতেছিল; কিন্তু শ্রীমতী তাহা কৃষ্ণসেবার বিঘ্নকর বলিয়া তাহার অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন।—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২য় লঃ ২৩শ শ্লোক ও দঃ বিঃ ৩য় লঃ ৩২শ শ্লোকে) (৩) একদা ব্রজ হইতে মথুরায় আগমন-কালে উদ্ধব শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মথুরায় অবস্থিত তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পক্ষ হইতে কি সন্দেশ উপহার দেওয়া যাইবে? তাহা শুনিয়া শ্রীমতী উদ্ধবকে

বলিলেন,—"হে উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আগমন করিলে আমার সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে যেন তিনি কখনও না আসেন। আর তিনি মথুরা-নগর হইতে আমাদের নিকট না আসিলে যদিও আমাদের গুরুতর পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার চিত্তে সুখোদয় হয়, তবে তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করুন।—কৃষ্ণকে তুমি এই সন্দেশ দিও।"

স্যান্নঃ সৌখ্যং যদপি বলবদ্গোষ্ঠমাপ্তে মুকুন্দে
যস্যাল্পাপি ক্ষিতিরুদয়তে তস্য মাগাং কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নগরাদাত্তিরুগ্রা ভবেন্নঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুরতি হৃদি চেত্তত্র বাসং করোতু॥

(উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাব ১৩৪)

এই শ্যাম-বিরহিণী শ্রীমতীর ভাবেরই অনুরূপ শ্লোক শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

অকৃত্রিম বিরহী প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি

প্রকৃত বিরহী প্রেমিকের এইরূপই উক্তি। এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছা হয় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন-দ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, সেই লম্পট আমার প্রতি যেরূপ বিধানই করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নহেন, একমাত্র আমারই প্রাণনাথ।

অপ্রাকৃত বিরহিগণের রোষোক্তি আত্মসম্ভোগ-লালসাব্যঞ্জক নহে

এখানে যে 'লম্পট' শব্দ, তাহাও বিরহেরই স্ফুটোক্তি। শ্রীমতীর পক্ষীয় বিরহিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'কামুকেশ্বর', 'কিতবেশ্বর' (কপট-শিরোমণি), 'চেলচোর' প্রভৃতি বলিয়া যে কটূক্তি করেন, তাহা প্রাকৃত হেয় রাজ্যের কটূক্তির ন্যায় নিজ-নিজ কামচরিতার্থতার অভাবজনিত ক্রোধব্যঞ্জক ঘৃণ্য গ্রাম্য উক্তি নহে, পরন্তু তাহা অধিকতর কৃষ্ণসুখ-প্রদানের ঐকান্তিকী লালসার অপ্রাকৃত স্ফুটোক্তি।

তাহা বেদস্তুতি হইতেও অধিকতর কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধক

প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

বেদস্তুতি কেবল কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিমূলা

পারমার্থিক শিশুগণের প্রাথমিক পাঠস্বরূপ শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যে স্তবাদি দৃষ্ট হয়, তাহাতে সেবার পরম প্রগাঢ় ভাবের আদর্শ নাই। কেবল কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অনুশাসন প্রভৃতি নীতি বা বিধির বাধ্য হইয়া ভগবানের প্রতি যে স্তবস্তুতি, তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ

অপ্রাকৃত মান—বিরহে যে রোষোক্তি, তাহা স্বাভাবিক স্থায়িভাবের পরাকাষ্ঠা—কৃষ্ণে প্রগাঢ় আসক্তিময়ী

প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আত্মার আন্তরিক স্বাভাবিক

অনুরাগের পরাকাষ্ঠা যখন বিরহ বা অধিকতর প্রগাঢ়ভাবে সেবার উৎকণ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে যে-সকল কটূক্তি দেখা যায়, তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত স্তাবক-সম্প্রদায়ের প্রশংসা-সূচক বাক্য অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক বিশ্রম্ভ, মমতা এবং সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবা করিবার স্পৃহা ও মধুরতাময়ী।

শ্রীল পুরীপাদের "মথুরানাথ" সম্বোধনের তাৎপর্য্য

অতএব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ "মথুরানাথ" বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে অধিকতর সুখ-প্রদানেরই ইচ্ছামূলক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাগণের সেবাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হন। সেই মাধুর্য্যময় নিজস্ব বিহারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন মাথুর-সাধারণী কান্তাগণের নিকট গমন করিয়াছেন?—ইহাই পুরীপাদ বিরহকাতরা শ্রীরাধার কিঙ্করী-অভিমানে জ্ঞাপন করিতেছেন।

———

সপ্তম সম্পুট

গোপীগণের কৃষ্ণকে শ্যামন্তপঞ্চক হইতে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার কারণ

শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ শ্যাম-বিরহিণীর চিত্তবৃত্তিতেই নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি, রাজবেশ, ক্ষত্রিয়গণ' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ হইতে 'পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ, পিকনাদ, গোপ-গোপী, ধেনু' প্রভৃতি সহজ মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন-সম্পদের মধ্যে অর্থাৎ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়া **কৃষ্ণকে অধিক সুখ** দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছলে পতিবঞ্চনা

সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছল-দ্বারা কর্ম্মমার্গীয় পতিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিরহ-বিধুরা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

গোপীগণের উক্তি

"হে পদ্মনাভ, সংসারকূপে পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম—যাহা অগাধবোধ

যোগেশ্বরগণের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা তোমার সহজ-গৃহধর্ম্মপরায়ণা বিরহসিন্ধুনিমগ্না আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হউক।" অর্থাৎ তুমি আমাদের দূরের বস্তু নহ যে, যোগিগণের ন্যায় আমরা তোমাকে দূরে রাখিয়া ধ্যান করিব। তুমি আমাদের অতি নিকটতম প্রত্যক্ষের বস্তু, সুতরাং আমরা তোমাকে আমাদের গৃহের মধ্যে রাখিয়া নিত্যকাল সেবা করিতে চাই।

দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকূপ কাঁহা তা'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৪২)

গোপীর কোন কার্য্যই আত্মসম্ভোগেচ্ছামূলক নহে; সকলই কৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যপর

বিরহকাতরা গোপীগণ বিরহ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে কৃষ্ণসঙ্গ বাঞ্ছা করেন, তাহাও কৃষ্ণেরই সুখ-তাৎপর্য্যের উদ্দেশ্যে; কৃষ্ণ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ-সুখের জন্য নহে,—

না দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে?

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজ-জনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজ-জনের কি হ'বে উপায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪৫-১৪৬)

পরস্পরের বিরহ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের সুখের জন্যই প্রাণ-ধারণ

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের প্রীতির জন্যই বিরহ-বিধুর কান্ত ও কান্তা জীবন ধারণ করেন—সম্ভোগবাদীর ন্যায় আত্মহত্যা করেন না। ইহাই শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে, এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শোনে যবে, তা'র এই দশা হ'বে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।
না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।১৫২-১৫৩)

কৃষ্ণবিরহে দশমদশা—মৃত্যুপ্রায় অবস্থা উপস্থিত হইলেও

তখনও বিরহ-বিধুর সেবক সেব্য-কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

জীবনে-মরণে কৃষ্ণ-সেবাভিলাষ

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়-মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥

শ্রীমতী বার্ষভানবী ললিতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে সখি, কৃষ্ণ যদি আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না; অতএব অতিকষ্টে এ দেহ-রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমি আর যত্ন করিয়া এ দেহ রক্ষা করিও না। ইহা পঞ্চত্ব লাভ করিয়া আকাশাদি স্বস্ব ভূতে প্রবিষ্ট হউক। আমি আমার মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া বিধাতার নিকট কেবল একটি বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারবাপীতে এ দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল, তাঁহার অঙ্গনের আকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমনের পথে ইহার পৃথিবী এবং তাঁহার তালবৃন্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করে।"

জীবনে-মরণে কৃষ্ণ-সুখ-চেষ্টার পরাকাষ্ঠা, বিরহ-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর আদর্শেই দৃষ্ট হয়। সেই আদর্শই শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে এই ভাব দেদীপ্যমান

"না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ,
তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ তাঁ'র হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখ-বর্য্য॥
যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তা'র রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী।
মুই তা'র পায়ে পড়ি' লঞা যাঙ হাতে ধরি'
ক্রীড়া করাঞা তাঁ'রে করোঁ সুখী॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যা'রে করে অভিলাষ।
মুই তা'র ঘরে যাঞা তা'রে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃতপতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৫২-৫৩, ৫৬-৫৭)

"কুষ্ঠী বিপ্রের ইতিহাস"

পুরাণে জনৈক কুষ্ঠরোগী বিপ্রের একটি আখ্যায়িকা আছে। উক্ত কুষ্ঠীবিপ্রের এক পতিব্রতাললামভূতা পত্নী ছিলেন। বিপ্রবর কুষ্ঠরোগে অকর্ম্মণ্য হইলেও অত্যন্ত

ইন্দ্রিয়-লোলুপ ছিল। এক সময়ে ঐ ব্যক্তি কোন এক বারবনিতার সঙ্গ-লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু বেশ্যা ঐরূপ জঘন্যরোগগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য পুরুষকে কোন-রূপেই স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। পতিব্রতারমণী পতির মনস্কামনা পূরণের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি ঐ বেশ্যার গৃহে গিয়া দাসীর পদ প্রার্থনা করিলেন এবং বহুকাল-যাবৎ বিনাবেতনে বেশ্যার সেবা করিয়া তাহার বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া পড়িলেন। একদিন অবসর বুঝিয়া পতিব্রতা বেশ্যার নিকট স্বীয় স্বামীর অভিলাষ এমনভাবে জ্ঞাপন করিলেন যে, ঐ পতিব্রতার অকপট পরিচর্য্যার কৃতজ্ঞতা উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ বেশ্যা কিছুতেই অসম্মতি প্রকাশ করিতে সমর্থা হইলেন না। তখন পতিব্রতা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ঐ বেশ্যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ বিপ্রবন্ধু পতিব্রতার নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তাহার নিজের জীবনের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইল, সে তখন ঐরূপ পাপসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইল এবং তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য পত্নীকে আদেশ করিল। প্রত্যাগমন-কালে রাত্রির অন্ধকারে পথে মাণ্ডব্য নামক এক ঋষির গাত্রে অকস্মাৎ ঐ কুষ্ঠী বিপ্রের পদস্পৃষ্ট হইল। ঋষি ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ বিপ্রকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, সূর্য্যোদয়ের পরেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে।

পতিব্রতা স্বামীর প্রতি এইরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন এবং সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। পতিব্রতার ঐরূপ তীব্র সঙ্কল্প দর্শনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনজন প্রধান দেবতা তথায় আগমন করিয়া ঐ পতিব্রতার পতিকে নবজীবন দান করিলেন।

উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষাদান

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠীবিপ্র-রমণীর ঐ আদর্শ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ পতিব্রতা-কর্ত্তৃক বেশ্যার সেবা যেরূপ ঐ পতিব্রতা-রমণীর নিজ-সম্ভোগের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেবল পতির সুখের জন্যই কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতেও নিজ-সম্ভোগের জন্য কোন চেষ্টা নাই। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা বিরহ একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তের চিত্তবৃত্তিতেই উদিত হইয়া থাকে। সেই বিরহ সেব্যের প্রগাঢ় অহৈতুকী সেবার জন্যই আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা।

———

অষ্টম সম্পুট

শ্রীগৌরচরিত্র বিরহ-পরাকাষ্ঠার বিগ্রহ

শ্রীগৌরসুন্দর বিরহের অবধির রূপ প্রকাশ করিয়া কখনও "কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন" বলিতে বলিতে নীলাচলের নীলাম্বুধি-কূলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেন, কখনও বা নীলসমুদ্রকে কৃষ্ণকেলিনিকেতন যমুনাভ্রমে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিতেন, কখনও বা সমুদ্র-সৈকতকে যামুনপুলিন জ্ঞানে অধিকতর বিরহ-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইতেন। তাই বুঝি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অদ্যাপি যানি বিবুধানবলোকমাত্রাৎ
পুষ্ণন্তি কৃষ্ণকৃতরাসরসং বিভাব্য।
তান্যত্র কিং বররসায়ন-দিব্যচূর্ণৈ-
রভ্যাসতঃ স্বপুলিনানি চিনোতি গৌরী॥"

(গোপালচম্পূ পূ প্র পৃ ১৫)

—যেমন একশ্রেণীর ব্যক্তি 'ধূলোপড়া' 'ছাইপড়া' প্রভৃতি-দ্বারা—অলৌকিক বা অজ্ঞাত মন্ত্রপূত চূর্ণ-দ্বারা লোকের মনকে কোন বিষয়ে অনুরক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ যমুনার বালুকাচূর্ণও কি অপ্রাকৃত-ভাবুক-দর্শকের মনকে কৃষ্ণ-বিষয়ে অনুরাগ-যুক্ত করিয়া থাকেন ?

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত হইয়া কখনও বা গম্ভীরায় মুখ ঘর্ষণ করিতেন, কখনও বা শ্রীরাধার প্রলাপ ও মহিষীগণের দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি প্রকাশ করিতেন, কখনও বা অন্তর্দ্দশায় জগন্নাথবল্লভোদ্যানে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা 'গোপীর কিঙ্করী' অভিমানে সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলা দর্শন ও তদন্বেষণ করিতে করিতে উদ্‌ঘূর্ণা লীলা প্রকাশ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "চূত-প্রিয়াল-পনসাসনকোবিদার" শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রতি-বৃক্ষকে কৃষ্ণ-সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন। তুলসীকে, পুষ্প-বৃক্ষসমূহকে, হরিণীকে কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কখনও বা নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে বলিতেন,—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"

—গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষমাত্র কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পতিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রই অপ্রাকৃতবিরহের সাহিত্য

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্র এইরূপ অপ্রাকৃত বিরহেরই সান্দ্রমূর্ত্তি, তাই শ্রীল রঘুনাথের উক্তির মধ্যেও দেখিতে পাই,—

" শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু-রহিতস্য মে ॥
ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকটকদনভারং কো বহত্বন্যথা বা ॥
গিরিবরতট-কুঞ্জে মঞ্জু বৃন্দাবনেশা-
সরসি রচয়ন্ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণকীর্ত্তিম্।
ধৃতরতিরমণীয়ং সংস্মরন্ তৎপদাব্জং
ব্রজদধিফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি ॥"

—আমার জীবাতু-স্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গোবর্দ্ধনগিরিরাজ অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ ভৃগুপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ আমার এ দেহকে বিধাতা বজ্রসারের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন অথবা আমি গাঢ়তর্কের দ্বারা আর একটি কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমাভিন্ন আর কে এরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধাশ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে, রাধানাথের সানুরাগ ও রমণীয় পাদাব্জ স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও ফল ভোজন করিতে

করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরার যে সরোবর, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি।

চতুর্ভুজ 'আলোয়ার নাথ'-দর্শনে দ্বিগুণিত বিরহ

শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইতেন, আবার অনবসর-কালে আলালনাথে গমন করিয়া চতুর্ভুজ-আলোয়ারনাথ (শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি)-দর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভে আবিষ্ট হইতেন। এজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আলাল-

"দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র"

নাথকে "দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র" বলিয়া থাকেন। নীলাচল বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র বটে, সেখানে শ্রীজগন্নাথ দ্বিভুজরূপ প্রকাশ করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, লোকারণ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করেন, তাহাতে গোপীগণের হৃদয়ে মাধুর্য্যময় বিগ্রহকে মাধুর্য্যধামে সেবা করিবার জন্য অভিলাষ হয়; কিন্তু আলালনাথে চতুর্ভুজমূর্ত্তি-দর্শনে গোপীর কৃষ্ণবিচ্ছেদানল অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবাস্মৃতি আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহের কথা

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে (ভাঃ ১০ম স্ক, ৪৭অঃ ১২—২১ শ্লোক) ভ্রমর-গীতায়, (ভাঃ ১০ম স্ক, ৯০অঃ ১৫-২৪ শ্লোক) মহিষীর গীতে, (ভাঃ ১০মস্ক ৩০অঃ) রাসক্রীড়া হইতে কৃষ্ণান্তর্দ্ধানের পর গোপীগণের বিলাপ-গীতে, লীলা-শুকের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে, শ্রীরূপের পদ্যাবলীতে আহৃত কতিপয় প্রাচীন শ্লোকে, শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসাত্মক বিরহমূলক সাহিত্য পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিত্র সাহিত্যের সান্দ্র রূপ

কিন্তু পূর্ব্বে এই সকল কথা কেবল মাত্র সাহিত্যে দর্শন করিয়া লোক ইহার উদ্দেশ ও স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ তাঁহাদের সাক্ষাৎ চরিত্রকে সেই সকল সাহিত্যে শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব

দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যময়ী স্বকীয়া মধুর রতিতে রূঢ়মহাভাব এবং ব্রজে মাধুর্য্যময়ী কেবলা পারকীয়া মধুর রতিতে

অধিরূঢ়-মহাভাব। অধিরূঢ়-মহাভাব দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগে 'মাদন' সংজ্ঞা, (২) বিরহে 'মোহন' সংজ্ঞা। উদ্‌ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প—এই দুই প্রকার মোহন-অধিরূঢ়-মহাভাব। চিত্রজল্প প্রজল্পাদি-ভেদে দশপ্রকার। উদ্‌ঘূর্ণা-বিরহচেষ্টা—"দিব্যোন্মাদ' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত

বিরহে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থায় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে 'আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান'-রূপ একটি ভাব উদিত হয়। প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত অর্থাৎ সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তন্ময়ভাবজন্য সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রম-জনিত বিবর্ত্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ়-মহাভাবের উদয় হয়।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তে—কেবলাদ্বৈত-বিবর্ত্ত

কএকটি প্রাকৃত সাহিত্যিক গোপীগণের এই অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় পরমচমৎকার সর্ব্বোত্তম দিব্যোন্মাদের অবস্থাকে জীবৈক্য-ব্রহ্মবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদীর অবস্থার সহিত সমান বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এস্থানে ঐরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক মধুমক্ষিকার ন্যায় কাচ-ভাণ্ডের অন্তর্গত সুরক্ষিত মধু স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বা বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে সেবার চমৎকারিতা ও পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। আর 'সোঽহং'বাদীদিগের "আমিই সেই" এই কল্পিত বিচারের অধ্যাসে সেবা-বৃত্তিকে যূপকাষ্ঠে চিরতরে বলি দিবার

আগ্রহ লক্ষিত হয়। তাহা সম্ভোগবাদেরই কপটতাময় চিত্তবৃত্তি হইতে উদ্ভূত।

শ্রুতির 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রের তাৎপর্য্য— জীবের ভূতশুদ্ধিকরণ

বস্তুতঃ শ্রুতি 'তত্ত্বমসি' বা 'সোঽহং' প্রভৃতি মন্ত্রে যাহা নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে জীবের ভূতশুদ্ধি-মাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ "জীব জড় নহে, পূর্ণতম চেতন পরব্রহ্মেরই শক্তি বা বিভিন্নাংশ অর্থাৎ পূর্ণসচ্চিদানন্দের স্ফুলিঙ্গকণ বা তজ্জাতীয় অণুসচ্চিদানন্দ, সমজাতীয় না হইলে সেবা হইতে পারে না, জড়বিলাসের সহিত চিদ্বিলাসকে একাকার করিতে হইবে না," ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির ঐ প্রকার শিক্ষা। শ্রুতির মন্ত্রে কোন প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের সমর্থন নাই। শ্রুতির আপাত অভেদপর মন্ত্রসমূহ জড়বিলাসকে নিরাস করিয়া চিল্লীলামিথুনের অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসেরই ভূমিকা-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

———

দশম সম্পুট

'প্রবাস' ও 'প্রেমবৈচিত্ত্য'

বিরহের চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ' ও 'মান' ব্যতীত 'প্রবাস' এবং 'প্রেমবৈচিত্ত্য' নামে আরও দুইটি অবস্থার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 'পূর্ব্বরাগ', 'মান' ও 'প্রবাস'—এই তিনটি ব্রজ-গোপীগণের মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত এবং দ্বারকার মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্যও কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে।

অপ্রাকৃত প্রেমবৈচিত্ত্য-বিরহ

কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার সহিত বিরহের ভয়ে যে পীড়ার উদয় হয়, তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। অর্থাৎ 'হারাই' 'হারাই'—এই ভাবটি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মহিষী-গীত প্রেমবৈচিত্ত্যের দৃষ্টান্তের উপমান-স্বরূপ। বোপদেব মুক্তাফলগ্রন্থেও ইহার সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রবাস-বিরহ

'প্রবাস' অনেক প্রকার; দেশ, গ্রাম, বন, স্থানান্তরের ব্যবধান প্রভৃতিকে 'প্রবাস' বলা যায়। অনেক সময় কৃষ্ণ দূরে যাইবেন—এই কথা ভাবিয়া বা শুনিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যসেবিকাগণের যে অপ্রাকৃতবিরহ উদিত হয়, তাহাকে

'ভাবী প্রবাস' বলা যায়। কৃষ্ণের গোচারণে গমন প্রভৃতি 'কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস,' কালিয়-দমন, নন্দ-মোক্ষণ বা কোন কার্য্যানুরোধে কৃষ্ণের অন্যত্র গমনও 'প্রবাস' বলিয়া গণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসে অন্তর্দ্ধান গোপীগণের প্রবাস-বিরহ উপস্থিত করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত সেবকসম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন অপ্রাকৃত বিরহ-বিচিত্রতা, তাহা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য।

"বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদি-বিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥"

(উঃ নীঃ সংযোগবিয়োগস্থিতি-প্রকরণ)

অপ্রকটলীলায় বৃন্দাবনে নিত্যসন্নিহিত হরি

অনুক্ষণ রাসাদি ক্রীড়া-দ্বারা বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের কখনও বিরহ হয় নাই। কেবল প্রকট-লীলায় অক্রূরের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন; কিন্তু অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে সন্নিহিত আছেন। তবে সেখানেও সম্ভোগের পুষ্টির জন্য অপ্রাকৃত-বিরহ অপ্রাকৃত-ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সেবার নবনবায়-মান প্রগাঢ়তর বিচিত্রতা নিয়ত আবিষ্কার করিতেছেন।

———

একাদশ সম্পুট

বিরহোদ্দীপ্ত ব্যক্তিগণের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেরও দুরধিগম্য

যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণের বিরহে প্রদীপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের পূর্ণতম সর্ব্বাঙ্গীন সেবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা জগতের সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না—এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলে।

এজন্যই গৌড়নৈমিষের আদিকবি গাহিয়াছেন—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০-২৪১)

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নবদ্বীপের ছাত্রসমাজের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা!

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় গৃহে বসিয়া গোপীভাবে 'গোপী' 'গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ-ছাত্র আসিয়া মহাপ্রভুকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি 'কৃষ্ণ' নাম ছাড়িয়া 'গোপী' 'গোপী'-নাম জপ করিতেছেন কেন? 'গোপী' নাম

লইলে কি পুণ্য হইবে ?" ছাত্রের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাতে 'ঠেঙ্গা' লইয়া অত্যন্ত ক্রোধে ছাত্রটিকে মারিতে গেলেন। এদিকে ছাত্রটি ছাত্র-সভায় গিয়া মহাপ্রভুর ঐরূপ আচরণের কথা জানাইলে ছাত্র-সমাজ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইল এবং মহাপ্রভুকে সকলে একবাক্যে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "এত বড় ক্রোধী আবার 'সাধু' ও 'ভক্ত' নাম জাহির করিতে চায় ? নিমাই পণ্ডিত একাকী সমস্ত দেশ ভ্রষ্ট করিতে বসিয়াছে। ইহার আস্পর্দ্ধা দেখ, ব্রাহ্মণকে মারিতে চাহে, ধর্ম্মের ভয় নাই ; পুনরায় যদি এরূপ করে, তবে আমরা তাহাকে ভাল-রূপ প্রহার করিব। সে একটা মাত্র লোক, দেখি আমাদের কি করিতে পারে !"

ছাত্রসমাজের নিমাইর নিন্দা

ছাত্র-সমাজ তাহাদের অক্ষজ জ্ঞানে মহাপ্রভুকে এইরূপ নিন্দা করিয়াছিল। মহাপ্রভু যে, হৃদয়ে কতবড় অপ্রাকৃত ভাব-সেবায় মগ্ন থাকিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে ঐরূপ ক্রোধীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন ছাত্রসমাজ কেন, পৃথিবীর আধুনিক জনসমাজের কয়টি লোক বুঝিতে পারে ?

আধুনিক ব্যক্তিগণের ভ্রান্তধারণার বহু দৃষ্টান্ত

এখনও অনেক 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "তিনি জগাই-মাধাই-কর্ত্তৃক নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে 'মুটকি'

নিক্ষেপকালে নিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায় ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন হইতে পারেন নাই ; অপিচ চক্র আহ্বান করিয়া প্রতিহিংসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; তিনি অপরকে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবার উপদেশ দিয়া নিজে কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়াছিলেন ; দেবানন্দ পণ্ডিতকে তীব্র ভাষায় গালাগালি করিয়াছিলেন ; ছোট হরিদাসের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আচরণ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে জলে ডুবিয়া মরিতে বাধ্য করিয়াছিলেন ; দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নী ও অনাথা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ; একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাসকে তাঁহার মাতাপিতা ও অপ্সরা-সম ভার্য্যার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন ; শ্রীরূপ-সনাতনের ভবিষ্যৎ জীবন 'মাটি' করিয়া দিয়াছিলেন—রূপ-সনাতন হুসেনসার নিকট থাকিলে আজ কত বড় রাজনৈতিক ও সম্পত্তির মালিক বলিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন! মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মহাপ্রভুর কৃষ্ণসেবাসক্তিময়ী ক্রোধলীলাকে কাম-ক্রোধাসক্ত ছাত্রসমাজের বিপরীত ধারণা

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি অপ্রাকৃত বিরহে বিভাবিত হইয়া কত বড় সেবার আদর্শ প্রকাশ করিলেন, আর পাষণ্ড ছাত্র-সমাজ ঠিক তাহার বিপরীত বুঝিল! শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহ-ব্যথিত গোপীভাবে মত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছাত্রকে 'কৃষ্ণপক্ষ-

পাতী' জ্ঞানে ক্রোধভরে ঐ ছাত্রের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত হরিবিমুখ ব্রাহ্মণব্রুব সমাজ হরিসেবার পরাকাষ্ঠাকে সামান্য কাম-ক্রোধাসক্ত ব্যক্তির ক্রোধের ন্যায় ভাবিয়া মহাপ্রভুর প্রতি কতই না কটুবাক্য ও নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। পারমার্থিকগণের ভাগ্যে এরূপ নিন্দার উপঢৌকন কিছু নূতন নহে। এখনও অনেকে প্রকৃত বৈষ্ণব ও আচার্য্যগণের হরিসেবার উৎকর্ষ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে কাম-ক্রোধাসক্ত জীবের সহিত তুলনা করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের নিন্দায় রত হয়!

শ্রীল রঘুনাথের একটি দৃষ্টান্ত

যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন এক ব্রজবাসী বিরহ-ব্যথিত রঘুনাথের অন্নাদি-ত্যাগ এবং মাত্র 'এক দোনা'-পরিমিত ঘোল-পানের নিয়ম দেখিয়া সখীস্থলী গ্রাম হইতে কএকটি বৃহৎ পলাশপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং ঐ পলাশ-পত্রের দোনা প্রস্তুত করিয়া নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ ঘোল উক্ত বৃহত্তর পলাশ-পত্রের দোনায় পূর্ণ করিয়া তাহা দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীরঘুনাথ নূতন পত্রের বৃহত্তর দোনা দেখিয়া ব্রজবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহা কোথায় পাইলে?' ব্রজবাসী বলিলেন,—"আমি গোচারণ করিতে করিতে সখীস্থলী গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে উত্তম পত্র দেখিতে পাইয়া

তাহা আনয়ন করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই দোনা প্রস্তুত হইয়াছে।" ব্রজবাসীর এই কথা শুনিবা-মাত্র শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঘোল-সহ দোনা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রঘুনাথের এই ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ বিচার-পরায়ণ সকলেই মনে করিবেন, রঘুনাথ সাধুর বেশ লইয়াও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্রজবাসী এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক আন্তরিক প্রীতির সহিত যে দ্রব্যটি আনিয়াছিল, তাহার প্রতি ঐরূপ ক্রোধ-প্রকাশ এবং তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্রজবাসীর প্রাণে আঘাত দেওয়ায় শ্রীরঘুনাথের কি সাধুত্ব প্রমাণিত ও সমর্থিত হইতে পারে?

বহির্ম্মুখমানব-সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃতবৈষ্ণবগণের নির্ম্মলচরিত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা-উদয়ের কারণ

সাধারণ লোক কোন বিষয় বা ব্যাপারের এক দিক্ মাত্র আংশিক ও বিকৃতভাবে দর্শন করিবার যোগ্যতা রাখেন, প্রত্যক্ষের অতীত বিষয় তাঁহারা দর্শন করিতে না পারায় বৈষ্ণবের হরিসেবাময় ক্রিয়া-মুদ্রাতেও দোষারোপ করিতে উদ্যত হন। তাঁহাদের একদেশী ও আবৃতা দৃষ্টি অপ্রাকৃত হরিসেবায় মগ্ন বৈষ্ণব ও সাধারণব্যক্তির ভোগময় আচরণকে সর্ব্বদাই সমজাতীয়ত্বে দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীল রঘুনাথ কতটা অপ্রাকৃত পূর্ণতম সেবা-বুদ্ধিতে তন্ময় থাকিয়া ঐরূপ ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা ভোগে মগ্ন

জন-সাধারণের দেখিবার সামর্থ্য নাই। শ্রীল রঘুনাথ সখী-স্থলীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পূর্ণতমা সেবিকা শ্রীরাধারাণীর বিপক্ষ 'চন্দ্রাবলীর স্থান' জানিয়া সেই স্থানের কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানেও সাধারণ বিচার বলিবে,—"বৈষ্ণব হইবেন সমদর্শন, তাঁহার আবার সাধারণ জাগতিক ব্যক্তিগণের ন্যায় পক্ষাপক্ষ বিচার কেন? তাঁহাদের বিরোধী পক্ষই বা থাকিবে কেন? তাঁহারা ত নিঃস্বার্থ। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণেরই স্বপক্ষ ও পরপক্ষ দেখা যায়। ঐরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া চন্দ্রাবলীর নিন্দা, এমন কি, তাঁহার স্থানের কোন দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত গ্রহণে বিতৃষ্ণা প্রভৃতি বৃত্তি কি সাধুর চরিত্রে শোভা পায়?" অন্যাভিলাষ-শূন্য পূর্ণতম সেবাময় বৈষ্ণবগণের প্রতি মানবের এই জাতীয় বিচারের শত শত দৃষ্টান্ত আমরা নিয়ত দেখিতে পাইতেছি। অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতাই যে বিকৃত-ভাবে প্রতিফলিত হইয়া এই জড় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই কথাটি নির্ব্বিশেষবাদিগণের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া জগতের বিজ্ঞব্রুব অজ্ঞ-গণগড্ডলিকা ধারণা করিতে পারে না এবং প্রবল কৃষ্ণাসক্তির অভিব্যক্তিরূপেই যে ঐ সকল অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, ইহাও তাহারা ধরিতে পারে না। জগতের বস্তুতে অভিনিবেশ থাকিলে যেরূপ আত্মসম্ভোগের প্রকাশক কাম-ক্রোধের উদয় হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবায় অত্যন্ত আসক্তি

থাকিলে কৃষ্ণের সম্ভোগ-চরিতার্থতার জন্য অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। উভয় স্থলেই কাম-ক্রোধের বাহ্যাকার দেখা গেলেও উভয়ের গতি ঠিক পরস্পর বিপরীত দিকে।

কৃষ্ণ-সেবকের ক্রোধের তাৎপর্য্য কি রিপুর দাস সাধারণের সহিত এক ?

যাহার বা যাহাদের কৃষ্ণ-সেবার জন্য ঐরূপ কাম-ক্রোধাদি-বৃত্তি লুপ্তা বা ঐ সকল বৃত্তি কেবল নিজ-সম্ভোগের জন্য নিযুক্তা, তাহার বা তাহাদের কৃষ্ণ-সেবায় স্বাভাবিকী আসক্তি নাই, জানিতে হইবে—কৃষ্ণাসক্তি সে স্থানে বন্ধ্যা। আর কৃষ্ণাসক্তি যে স্থানে অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধাদি সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়াছে, সে স্থানে সেবাবুদ্ধি পরম শোভাশালিনী; কাজেই যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করেন, একমাত্র যাঁহার সেবা কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণ করেন অর্থাৎ যাঁহার সেবায় কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, ব্যতিরেকভাবে সেই শ্রীরাধারাণীর সেবা-পুষ্টির জন্য যে চন্দ্রাবলীর অবতারণা, তৎপ্রতি বীতরাগ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীরাধারাণীর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর শ্রীরঘুনাথের কৃষ্ণ-সেবাসক্তিই প্রচারিত হইয়াছে।

মনোধর্ম্মী বাহ্যদর্শনে প্রতারিত

অনেক সময় বৈষ্ণবগণের বাহ্য পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হন। সাধারণ

ভোগিকুলের পদবীর জন্য বুঝি বৈষ্ণবগণও লালায়িত—ইহা কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। "স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নানাপ্রকারের চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন করিবেন কেন?"—ইহা কেবল আধুনিক সাহিত্যিক নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় ব্যক্তিও বলিয়াছিলেন! সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ মহাপ্রভুকে ঐরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অন্তর্গত বস্তু মনে করিয়া মনোধর্ম্মে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আর শ্রীরঘুনাথের বন্দিত পাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা দেবী উষ্ণজলে স্নান করেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁহার সেবায় দাস-দাসীগণ নিযুক্ত থাকেন বলিয়া কিংবা শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম হইতে অত্যন্ত কম ছিল এবং তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিলাসিতা-প্রচারের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন বলিয়া কতই না দোষারোপ করিয়াছেন!

মনোধর্ম্মীর স্তুতি ও নিন্দা সকলই মনোধর্ম্ম বা নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনার অভিব্যক্তি

ঐ সকল মনোধর্ম্মী ব্যক্তির শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল নরোত্তমকে ভাল বলাও যাহা, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীনিবাস

আচার্য্য আদি প্রভুকে মন্দ বলাও তাহাই। মনোধর্ম্মীর ভাল'রও মূল্য নাই, মন্দেরও মূল্য নাই।

"ভগবান্ ও ভাগবতগণের চরিত্র যে মনোধর্ম্মীর স্তুতি-নিন্দার উর্দ্ধে অবস্থিত"—তৎশিক্ষার্থ আদর্শ-স্থাপন

এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-চরিত্রকে রামচন্দ্র পুরীদ্বারা নিন্দিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীরায় রামানন্দকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের দ্বারা সমালোচিত করাইবার লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বাহ্য আকারমাত্র দেখিয়া অনেকে এইরূপ বঞ্চিত হইয়াছেন। অন্তর না দেখিয়া বাহ্য আকার-মাত্র দেখিলে অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতার সম্বন্ধে এই-রূপই ভ্রম উদিত হয় এবং তাঁহাদের নিন্দায় নিমগ্ন হইয়া নিরয়ের পিচ্ছিল পথে প্রধাবিত হইতে হয়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্ত

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃতে" যুধিষ্ঠিরাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বহুমূল্য রাজপোষাক পরিধান, রাজকার্য্য পরিচালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ সমস্তই কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাময়। বাহিরের লোক যাহাকে বিলাস মনে করিয়া থাকে, সেরূপ ব্যাপারে নিয়ত লিপ্ত থাকিয়াও এবং সেই সকল বিলাসদ্রব্য-দ্বারা সমাবৃত থাকিলেও তত্তদ্বস্তু সম্ভোগবুদ্ধি আনয়নের পরিবর্ত্তে

তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিরহের অগ্নিতে অধিকতর ইন্ধন বা উদ্দীপনা প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরিত্র-রহস্য

এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবগণের চরিত্রের রহস্য একটি শ্লোকসম্পুটে রক্ষা করিয়াছেন,—

"পরব্যসাননীনারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

—পরপুরুষে অনুরক্তা রমণী যেরূপ গৃহকর্ম্মসমূহে ব্যগ্রতা ও সুপটুতা প্রকাশ করিয়াও অন্তঃকরণে নূতনসঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহমগ্ন রূপানুগ ভাগবতগণ বাহিরে অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াও বহির্ম্মুখলোক-বঞ্চনা করিয়া অন্তরে নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণকামবর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত থাকেন।

শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তি বা কনিষ্ঠাধিকারিগণ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামকে যে ধারণায় গ্রহণ বা যেরূপ ভাবে বিচার করেন, তাহা হইতে ঐ দুইটি অপ্রাকৃত ভগবদভিন্ন বস্তুর স্বরূপ-বিচার পৃথক্।

প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনার বাসনা

শ্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে সাধারণ ব্যক্তিগণের বিচার লইয়া যুক্তিমূলে আলোচনা একটি পৃথক্ প্রবন্ধে বিষয়রূপে আমরা সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সহিত একান্তসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লইয়াই আলোচনা করিব।

পৌত্তলিকদিগের প্রতি অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি-সেবকগণের একটি কথা

যাঁহারা অপ্রাকৃত বিচারপরায়ণ বৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি-সেবাকে পৌত্তলিকতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে একটি কথা জানান আবশ্যক। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার রূপের কল্পনাই

অরূপের রূপ-কল্পনাই পৌত্তলিকতা

পৌত্তলিকতার প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাঁহার নিত্যরূপ আছে, তাঁহার নিত্যরূপ প্রকটিত হইলে তাঁহাকে আমরা যুক্তি-সঙ্গতভাবে পৌত্তলিকতা বলিতে পারি না। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ অরূপের 'রূপ' কল্পনা, অশব্দের 'শব্দ' কল্পনা করেন বলিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ কল্পনা পৌত্তলিকতা নামে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহাদেরই উক্তি—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"

বৈষ্ণবগণ অরূপের রূপ-সৃষ্টিকারী নহেন

কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ রূপের নিত্য-সেবক। সেই নিত্যরূপেরই অবতারস্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের নিত্য পূজার বস্তু, তাহাতে পৌত্তলিকতার

পুতুল কতপ্রকারে সৃষ্ট হইতে পারে ?

আরোপ কিরূপে হইতে পারে ? কেবল স্থূল মূর্ত্তিই কি 'পুতুল' ? ভাব বা শব্দের প্রতীক বর্ণ বা অক্ষরও সেই যুক্তি-অনুসারে কি পুতুল নহে ? কোন কোন ধর্ম্মমত-বলম্বী তাঁহাদের কল্পিত পূজ্য বস্তুর স্তব স্তুতি নাম প্রভৃতি আলোচনাকে পৌত্তলিকতা বলিতে প্রস্তুত নহেন ; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবা দেখিলেই তাহাকে পুতুলপূজা মনে করিয়া থাকেন ! সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহাদের ঐ বিচার স্থূলবুদ্ধিরই পরিচায়ক। কেবল

স্থূলমূর্ত্তিরই 'রূপ' আছে, ভাব বা শব্দের কোন 'রূপ' নাই—এরূপ ধারণা সুসূক্ষ্ম বিচারের অভাব-জ্ঞাপক।

শব্দের রূপ

শব্দ যে কেবল অক্ষরাকারে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, তাহা নহে; শব্দরূপে প্রকাশিত থাকিয়াও তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু বা ভাব—সকলই রূপ-বিশিষ্ট

চক্ষুর দ্বারাই যে, সকল রূপ দৃষ্ট হইবে, তাহা নহে; কর্ণদ্বারা, নসিকাদ্বারা বা জীবের যে-কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা গ্রাহ্য হয়,তাহাই রূপ-বিশিষ্ট। যে সকল শব্দ আমাদের প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, যে সকল ভাব আমাদের মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভূত হয় বা মাপিয়া লওয়া যায়, সেই সকলই 'পুতুল' এবং ঐরূপ অবস্থায় আমরা 'পৌত্তলিক'।

রেখাঙ্কিত বর্ণ ও চিত্রপট

দ্বিতীয়তঃ রেখাসমষ্টির দ্বারাই অক্ষর বা বর্ণ প্রকাশিত হয়; রেখার বিভিন্ন অঙ্কন-বৈচিত্র্যই ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সান্‌কী, পুষ্করাসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী(Script)রূপে জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সকল উপদেশাদি নিবদ্ধ আছে, তাহাও শ্রীমূর্ত্তিসেবক-গণের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপকারী ব্যক্তিগণের যুক্তি-অনুসারে পুতুল বা পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। যদি রেখার অঙ্কন, বর্ণ বা শব্দ পুতুল না হয়, তাহা হইলে

রেখাদ্বারা অঙ্কিত আলেখ্যই বা পুতুল বলিয়া গৃহীত হইবে কিরূপে ?

প্রচ্ছন্নপুতুলপূজক

জাগতিক অক্ষরগুলির আকারের নিত্যরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্থূলমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া অক্ষর, শব্দ বা ভাবমাত্রের প্রতি সম্মান দেখাইয়াও 'পুতুল-পূজক'।

অপ্রাকৃত অক্ষর ও শ্রীমূর্ত্তি অভিন্ন বস্তু

বৈষ্ণবগণ প্রাকৃতের অপ্রাকৃত আকর-স্বরূপ নিত্য অক্ষর ও নিত্য শ্রীমূর্ত্তি—উভয়ই স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অক্ষর, অপ্রাকৃত শব্দ, অপ্রাকৃত ভাব ও শ্রীমূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রণব সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি"।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

অন্যত্র—

"প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫ম)

অপ্রাকৃত অক্ষর গোলোকের অবতার

প্রণব নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাহাই জগতে সেই অক্ষর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ ; শ্রীমূর্ত্তিও তদ্রূপ। নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীমূর্ত্তিই জগতে অবতীর্ণ। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী পৌত্তলিকগণের ন্যায় শব্দাকারে বা অক্ষরাকারে কল্পিত কোন প্রতিমা নহে।

অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের পূজিত অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম—উভয়েই নিত্যধামের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামের অপ্রাকৃত অবতার।

শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে একটি কথা আমরা মুম্বাই-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলাম, সেই কথাটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে। *

বিপ্রলম্ভভাবোন্মত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন

"অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ বস্তুর দর্শন ঘটিতেছে না অথচ সেই অধোক্ষজ-দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব পূরণের জন্যই গোলোকস্থ নিত্য শ্রীবিগ্রহের জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতার। বিরহ-পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিভূ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-বিরহ-ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ-অবতার শ্রীমূর্ত্তি-সেবা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার ও জড়ভেদের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্ত্তির ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর যে সকল নিত্যবিগ্রহ এ জগতে প্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত জড়-ভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে।

---

* ২১এ মে ১৯৩৩, প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মুম্বাই-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-প্রসঙ্গে যে সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ।

নিত্যবল্লভ কৃষ্ণের দর্শন-বিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেস্থানে বিরহরূপ সেবোন্মুখতার প্রস্ফুটিত পরাকাষ্ঠা, সেস্থানে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বা সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে উদিত জড় ব্যবধানের কোন কার্য্যই নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে 'পুতুল' করা (?) বা 'পুতুল' ধারণা করা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা মাপিয়া লইবার স্পৃহা হইতেই উদিত হয়।"

প্রবাসগত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ সুদূর প্রবাসে অবস্থিত থাকিবার লীলা আবিষ্কার করিয়া উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন—"হে দেবি শৈব্যে! তোমরা কোন প্রকারে বিরহ-তাপ সহ্য করিবে; তোমরা আমার প্রতিমা প্রকাশ করিয়া সেবা কর, আমি ২।৩ দিনের মধ্যেই তথায় আগমন করিতেছি।"

"দ্বিত্রৈরেব প্রিয়সখি দিনৈঃ সেব্যতাং দেবি শৈব্যে
যাস্যামি ত্বৎপ্রণয়চটুলভ্রূধুগাড়ম্বরাণাম্।"

টীকা—"অত্র সেব্যতামিতি পদেন তদাড়ম্বরৈর্মদেকপূজকৈ-রপূজিতো দেবপ্রতিমাকারোঽহং মথুরায়াং দুঃখমেবানু-ভবামীতি ব্যঞ্জিত।"—(উঃ নীঃ প্রবাস-প্রকরণ ৬২ সংখ্যা)

বিরহব্যথিতজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই সুদূরপ্রবাসগত বাক্যও প্রমাণিত করে যে, মহাভাগবতগণ বিরহব্যথিত হইয়াই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা কিরূপ ?

শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিরহ-বিধুর গোপীগণের ভাব লইয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সম্ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তে বিরহানল বা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গে সুখপ্রদানের চেষ্টা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইত।

প্রতিফলিত জাগতিক দৃষ্টান্তের মধ্যেও পরস্পর বিচ্ছেদে পরস্পরের চিত্রপটাদির দর্শন

এই জগতেও দেখা যায়, আমরা যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার সহিত বিচ্ছেদকালে তাহার আলোক-চিত্রাদি সংরক্ষণ করিয়া থাকি। প্রণয়িনী সুদূর-প্রবাসগত প্রণয়ীর নিকট নিজ চিত্রপট বা পত্রিকাদি প্রেরণ করেন। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর নিকট তাঁহার চিত্র-পটাদি প্রেরণ করিয়া পরস্পরের বিচ্ছেদের মধ্যে যেন সেতুবন্ধন করিয়া থাকেন। পুত্র-শোকাতুরা জননী পুত্রের চিত্রপট সর্ব্বদা দর্শন করিয়া পুত্রের বিরহ-দুঃখ কথঞ্চিৎ পরিমাণে সহ্য করেন।

একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত

আমরা এখানে আমাদের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এই সময়ে অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের কএক দিবস পূর্ব্বে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত উৎসব উপলক্ষে নীলাচলে স্বর্গদ্বারস্থ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সেই সময় উত্তর-বঙ্গের (?) কোন বিশিষ্ট জমিদারবংশীয় একব্যক্তি তাঁহার উন্মাদপ্রায় ভার্য্যার সহিত নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। জমিদারের পত্নী তাঁহার প্রথম স্নেহের পুত্তলী পুত্ররত্নকে অতি অল্পবয়সে হারাইয়া পুত্র-বিরহে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলেন। পতি সদ্যঃশোকগ্রস্তা পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। মহিলাটি যখন-তখন যেখানে-সেখানে উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া চলিতেন। কিন্তু যখনই যেখানে যাইতেন বা যাহাই করিতেন, তাঁহার ক্রোড়ে একটি 'প্রতিকৃতি' দেখা যাইত। তিনি ঐ প্রতি-মূর্ত্তিটিকে কোন সময়েও ছাড়িতেন না, বলা বাহুল্য উহা তাঁহার মৃত পুত্রেরই প্রতিকৃতি। উক্ত পুত্রটিকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে-সকল বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সুখী হইতেন, শোকাতুরা জননী উক্ত প্রতিকৃতিটিকেও সেই সকল বেশভূষায় ভূষিত করিয়া কখনও বা নীলাম্বুধির কূলে উধাও হইয়া চলিতেন, কখনও বা শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে মৃত-পুত্রের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে কি করিয়া সেই পুত্রকে আবার পাওয়া যাইবে, কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ ভাব-বিহ্বল হইয়া ঐ রমণী একদিন পতির সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও রমণীর কোলে

তাঁহার মৃত পুত্রের প্রতিকৃতি। রমণী আঁকড়াইয়া ধরিয়া যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরে চিরদিনের জন্য ঐ জড়বস্তুর ছায়াটিকে রাখিয়া দিতে পারিবেন, এইরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগ-প্রসঙ্গ ও 'শোক-শাতন' প্রভৃতি গীত আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু জড়ের ধর্ম্মের নোঙ্গর যেখানে গভীরতমভাবে বসিয়া গিয়াছে, সেখানে চেতনের কথা সহসা স্থান পাইবে কেন?

অনিত্য বস্তুর বিসর্জ্জন ও নিত্যবস্তুর নিত্য-সংরক্ষণ

পরবর্ত্তিকালে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ রমণী অন্য একটি সন্তান লাভ করিয়া তাঁহার সেই পূর্ব্বের ক্রিয়া-মুদ্রা বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

উক্ত উদাহরণে পারমার্থিক শিক্ষা

এই প্রত্যক্ষ উদাহরণটি দ্বারা আমাদের নিকট একদিকে যেরূপ বিরহব্যথিত ব্যক্তির অভীষ্টজনের দর্শনের উদ্দীপক-বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রমাণিত করিতেছে, অপরদিকে পরবর্ত্তিকালে বিসর্জ্জনযোগ্য জড়মূর্ত্তি ও অধোক্ষজাবতার শ্রীমূর্ত্তির পার্থক্য সূচিত হইতেছে। উক্ত শোকাতুরা জননী জড়ের বিরহে প্রমত্ত হইয়া অনিত্য ও হেয় ধর্ম্মযুক্ত জড়ে যে আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তিকালে অন্য জড়ের সম্ভোগ-ধর্ম্ম-দ্বারা সাময়িকভাবে তিরোহিত হইয়াছে জড় নিত্য, সংরক্ষণশীল বস্তু নহে বলিয়াই উক্ত জননী পূর্ব্ব

সন্তানের জড়-মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আর এক জড়মূর্ত্তির ভজনা করিতে পারিয়াছিলেন। জড়ের ইতিহাসে এইরূপ কত সাময়িক 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক' অনিত্য পুত্র, পতি, পত্নীর বিরহে পাগলপ্রায় হইয়া থাকেন, আবার পরবর্ত্তিকালে তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া জড়-সম্ভোগকারিণী নূতন-মূর্ত্তির ভজনা করেন। ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নির্ব্বিশেষবাদী ও পঞ্চোপাসকের পৌত্তলিকতা

নির্ব্বিশেষবাদিগণ, তথাকথিত পঞ্চোপাসকগণ যে কল্পিত মূর্ত্তিতে সাময়িক আসক্তির ছলনা প্রদর্শন করেন এবং পরবর্ত্তিকালে তাহা বিসর্জ্জন করিয়া আকাশময়ী নির্ব্বিশেষ-মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাহাতে জড় বা জড়-সংস্পর্শযুক্ত তদ্ব্যতিরেকভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামিগণের মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা ও আত্মসম্ভোগ-বাদ

তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজা সম্ভোগচেষ্টামূলে উদিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ অর্থাৎ 'আমার তহবিলে কিছু চাই'—এই চারিপ্রকার সম্ভোগবাদের কোন না কোনও একটি স্পৃহা হইতেই সম্ভোগবাদী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামি-সম্প্রদায় মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত-সেবক-

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের শ্রীমূর্ত্তিসেবা অপ্রাকৃতবিপ্রলম্ভ-ভাবাত্মিকা

সম্প্রদায় যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করেন, যে চিত্তবৃত্তিতে শ্রীমূর্ত্তি

দর্শন করেন, তাহাতে সম্ভোগবাদের কোনও গন্ধ বা প্রাকৃত-বিরহ যাহা সম্ভোগেরই প্রচ্ছন্ন-প্রতিমূর্ত্তি, তাহার কোনও স্পর্শ নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আরাধিত শ্রীমূর্ত্তি স্বপ্ন বস্তু নহে, পরন্তু তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিরহ-বিভাবিত অর্থাৎ সেবার প্রগাঢ় লালসাযুক্ত নির্ম্মল চেতনে আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য শ্রীবিগ্রহ স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বরাট্ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, সেই শ্রীমূর্ত্তিই তাঁহারা অন্তর হইতে বাহিরে উদিত করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-বিভাবিত সেবা-কুসুমের দ্বারা **নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে** সেবা করিয়া থাকেন।

বিরহ-ভাবিত চেতনের সেবিত অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি কিরূপ?

বিরহ-বিভাবিত চেতন একদিকে যেমন অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অধিকতর বিরহপ্রমত্ত হইয়া উঠেন এবং বিরহের আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা অন্তরের শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত করেন, তেমনি এই শব্দময় জগতে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে না পাইয়া

বিরহভাবিত মুক্ত চেতনের শ্রীনামোচ্চারণের তাৎপর্য্য কি?

তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ব্যথা অর্থাৎ সেবাপ্রগাঢ়তার আর্ত্তি নিবেদন করিয়া থাকেন। 'হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাধিকারমণ রাম, হে গোপীজনবল্লভ, হে

বৃন্দাবনেন্দ্র, হে নন্দসূনো, হে যশোদানন্দন, হে গোকুল-মহোৎসব!'—এই সকল সম্বোধনাত্মক শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবালালসাময়ী বিরহব্যথার প্রস্রবণ-স্বরূপ।

মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণ কেশব, রক্ষ মাং' প্রভৃতি আহ্বান বা প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, পাহি মাম্॥ রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্॥" বলিতে বলিতে দিব্যোন্মাদে ছুটিয়াছিলেন, তখন সেখানে 'রক্ষ' বা 'পাহি' শব্দ সম্ভোগবাদের উক্তি নহে। তাহা বিরহ-উদ্ঘূর্ণার অভিব্যক্তি। হে কৃষ্ণ, তুমি বিরহিগণের জীবন-রক্ষৌষধি, গোপীকিঙ্করীকে তোমার বিরহসাগর হইতে রক্ষা কর! "বিরহসাগর হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে ব্যক্তিগত সম্ভোগ প্রদান কর"—এই তাৎপর্য্যমূলেও এই উক্তি নহে। পরন্তু, হে রাধানাথ, তোমার প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধা তোমাকে সুখ দিবার জন্য যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা, আমরা তাঁহার সেই বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, আর তোমার বিরহ-মাধুর্য্যামৃতের এমনই ধর্ম্ম যে, যতই উহা হইতে উদ্ধারের জন্য আর্ত্তি উদিত হয়, ততই বিরহামৃত-সাগর অধিকতর উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাহার শেষ নাই, তাহার কূল নাই, তল নাই, এজন্যই শ্রীল রূপ-

গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"অপ্রাকৃত প্রেমসাগর অকূল ও অতল।"

শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত নাম ও প্রেম

শ্রীগৌরসুন্দরের যে মহাদান—"শ্রীনাম" ও "প্রেম", তাহা কেবল কৃষ্ণবিরহের অমৃত-পারাবার-উদ্বেলন মাত্র।

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর অপ্রাকৃতবিরহোন্মত্ত-চেতনের সেবার্ত্তিব্যঞ্জক

ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সেই বিরহাত্মক সম্বোধনেরই গাথা-স্বরূপ। এই জন্য শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার শেষে

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীগৌরসুন্দর বিরহদিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া হর্ষভরে পরমপ্রেষ্ঠ নিত্য অন্তরঙ্গ সঙ্গী শ্রীস্বরূপদামোদরকে বলিয়াছিলেন—নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিতে পরমোপায়। শ্রীগৌরসুন্দর সেই

শিক্ষাষ্টক অপ্রাকৃত বিরহ-তাপিতের গাথা

বিরহ-দিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তীস্বরূপ নিজ-রচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক 'শিক্ষাষ্টকে' অষ্টকালীয় রূপানুগ-ভজন-রহস্য-সম্পুট-আবিষ্কার

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়গণের ভজনরহস্যস্বরূপ অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাসেবার কথা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যে নিত্য-মুক্ত চেতনের স্বাভাবিক বিচ্ছেদগত ভজনের অভিব্যক্তি, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'

শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে 'পদকল্পতরু' হইতে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের অর্থ-নির্দ্দেশ

গ্রন্থে পদকল্পতরুর বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সকল পদ অনর্থযুক্ত সাধারণের বোধগম্য বা

যাবতীয় সম্ভোগপিপাসা-নির্ম্মুক্ত চেতনের অনুভূতি-যোগ্য

অধিকারযোগ্য না হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত মহামন্ত্রে যে অপ্রাকৃত বিরহসাহিত্যের সম্পুট সংরক্ষিত হইয়াছে—যাহা কোন দিন অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় জীবের ভাবনাপথ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বো-জ্জ্বল হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে, তাহার সামান্য নির্দ্দেশের জন্যই উপসংহারে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত হইল।

হে হরে মাধুর্য্যগুণে, হরি' লবে নেত্রমনে,
মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহা আকর্ষণ ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই।
হে হরে ধরম হরি', গুরু-ভয় আদি করি',
কুলের ধরম কৈলে দূর।

হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি' বলে,
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর।
হে কৃষ্ণ কবিতা আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা দেখি' চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে
স্থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি', লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণ মাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥
হে হরে বসন হর, তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হার মত বাধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি' পূরহ নিজ সাধা॥
হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলী,
সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে রাম রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত,
কি রস-আবেশে ভাসাইলা॥
হে রাম রমণশ্রেষ্ঠ, মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনি না জানি।
হে রাম রমণভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস-মূরতি তনুখানি॥

হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহপ্রায় দক্ষ,
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর॥
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
ক্ষণেকে কল্পশত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কহ দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রহঁ করি' মন ঝুরে।
চৈতন্য বেলয় যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয় অদূরে॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের করুণা

যিনি বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সম্ভোগ-সাধনার নানাবিধ বৈচিত্র্যের ভীষণাদপি ভীষণমূর্ত্তি নক্র, মকর, ভীমরুল, যক্ষ, অজগরের গ্রাস হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য 'জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন', জগতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই চরম কথা জানাইয়াছেন, শুদ্ধভক্তির স্রোতের পুনঃ-প্রবাহের মূলপুরুষ সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথিতে শ্রীগৌর-রামানন্দ-গীতার—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ না দেখি পর॥"

—এই বাণীর সহিত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিপ্রলম্ভাত্মিকা গীতির ঝঙ্কার আমাদিগের অন্তরের অন্তঃপুরের প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ-পিপাসাসমূহ বিদূরিত করুন!

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে নরোত্তমের দাস॥

* * * *

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি মরিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কিসুখ লাগিয়া।
নরোত্তমের দাস কেন না গেল মরিয়া॥

Keshabji ... Kans ... Mat...

———

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥